উৎসর্গ পত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু জগৎলাল বসাক

সুহৃদ্‌বরেষু।

ভাই।

লিখিতে ভালবাসি বলিয়া এই নাটকখানি লিখিলাম, এবং তোমায় ভালবাসি বলিয়া তোমাকে ইহা উপহার দিয়া, নিশ্চিন্ত হইলাম।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

কুলীনকন্যা

প্রথমাঙ্ক—প্রথম দৃশ্য।

দ্বিজগ্রাম।

ফটিকচন্দ্রের গোলাবাড়ী।

(চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা। আঃ মর্! আবার যে জল এল! পোড়া আকাশের কি হয়েচে, এক বার আর বিশ্রাম নাই, এদের এই গোলাবাড়ীর দরজায় দাঁড়াই, জল ধরুক তবে যাব।

(ফটিকের প্রবেশ।)

ফটিক। কেও, চিন্তে নাকি?

চিন্তা। সে কিগো বাবু! এখনই চিন্‌তে নার?

ফটিক। আরে তোকে কি ফাঁকি দেব? তোর্ চিন্তে কি?

চিন্তে। বাবু আমার অপার চিন্তে—যে ডহর জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, প্রথমে ভাব্‌লে পর্ ত বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়, তার পর ডুব দিয়ে, কাদা ঘেঁটে, মাছটা যেন ধর্‌লেম, আড়ায়ও আন্‌লেম,—আর অমনি যদি

চিলে ছোঁমেরে নে যায়, তবেইত বাবু, আমায় হাঁ কোরে চেয়ে থাক্‌তে হবে, বুঝ্‌লে বাবু, চিন্তের কাছে ঢাক্‌ঢাক্ গুড়্‌গুড়্ নাই, সব পষ্ট পষ্ট কথা।

ফটি। আহা সে কি, এমনও কথা—যা বুঝ্‌তে কষ্ট হয় না, সে কথা আর পষ্ট নয়?

চিন্তা। তবে বাবু, আগে আমার কষ্ট ঘুচাও, তোমারও কষ্ট ঘুচ্‌বে (স্বগত) কিন্তু কমল তেমন মেয়ে নয়, বল্‌তেও ভয় হয়, (প্রকাশ্যে) কিগো বাবু, চুপ করে রইলে যে?

ফটি। আচ্ছা, তুই তবে আজ একবার দেখাতে পার্‌বি?

চিন্তা। না বাবু, তা আজ হবে না, কমল দিদিকে আজ দেখ্‌তে আস্‌বে।

ফটি। এতদিনের পর, বের ফুল ফুটল না কি, কোথাকার বর?

চিন্তা। ঐ যেগো, ঐ হরদেবপুরের হরি বাঁড়ুয্যের সঙ্গে বের কথা হচ্ছে।

ফটি। সে যে বুড়রে?

চিন্তা। তা যা বল বাবু, কিন্তু শুন্‌তে পাচ্ছি, তিনি নাকি মস্ত কুলীন।

ফটি। ও কথা যাক্, তুই তবে কবে দেখাবি বল্

দেখি?

চিন্তা। কাল বিকাল বেলা বেড়াতে বেড়াতে একবার আমাদের খিড়্কির বাগান পানে যেও, ছাদ থেকে শুভ দৃষ্টি করিয়ে দেব (মাথায় গামছা দিয়া) যাই বাবু, জল ধরেছে, এখন একবার ময়রাবাড়ী যেতে হবে।

(চিন্তার প্রস্থান।)

ফটি। এখন বসে বসে কি করি! কমলের নামে একটা গান বাঁধা যাক্—ভজা!

নেপথ্যে। আজ্ঞা যাই।

ফটি। এই যে, খুড় বেটা আস্‌ছে দেখতে পাই, তা বেস হল, ওরই কাছ থেকে, গানটা বেঁধে নিতে হবে।

(বেচারামের প্রবেশ।)

বেচা। কিহে বাপু! একলাটি দরজায় বসে কি হয়?

ফটি। এস খুড়, বস, আর দেখা পাইনা যে?

বেচা। আর বাবা, যে কাদা কিচেড়্! ঘর থেকে কি আর বেরুতে ইচ্ছা হয়? পথত নয়—যেন যমালয়!

(ভজার প্রবেশ।)

ফটি। অরে দেখ্, এক ছিলিম কড়া তামাক ঘুঁটের আগুণ দে বেস্ করে, সেজে আন্ দেখি, একটু টিপে সাজিস্, বুঝ্লি?

ভজা। যে আজ্ঞা।

(ভজার প্রস্থান।)

বেচা। আরে বেটা, একে কেউটে খণ্ড, তাতে ঘুঁটের আগুন, তা আবার টিপে সাজ্‌বে, টান্‌বি কেমন করে বল দেখি?

ফটি। কেমন বাদ্‌লাটা হয়েছে বাবা, এমন তদ্বির করে তামাক না খেলে, কি শরীর গরম হয়?

বেচা। হাঁ বোঝা গেছে, এ তদ্বির মহা তদ্বির বটে, এতে শরীর গরম হয়, তামাক কম্ পোড়ে, আর বিশেষ কাসিতে মৃত্যু হয়।

ফটি। ঠাট্টা করছ?

বেচা। ঠাট্টা নয়, ঠাউরে দেখ, ঠিক কথাই বলেছি।

(হুকা লইয়া ভজার প্রবেশ।)

ফটি। খাও খুড়, তামাক খাও।

বেচা। নানা তাকি হয়, তুমি আগে খাও।

ফটি। (ভজার প্রতি) তুই যা।

(ভজার প্রস্থান।)

খুড়! আমায় একটা গান বেঁধে দিতে পার?

বেচা। গান বাঁধ্‌তেত আমার আসেনা বাবা!

ফটি। তবে তামাক খাও, আমি নিজেই বাঁধছি (হুকা প্রদান)।

বেচা। (হুক্কাগ্রহণ পূর্ব্বক) ভ্যালা মোর বাপ্‌রে, বাঁধত একটা গান, শুনা যাক।

ফটি। দাঁড়াও আগে ঠাওরাই, কি সুরে বাঁধ্‌ব।

বেচা। আরে বেটা, কি বাঁধ্‌বি তা আগে ঠাওরা।

ফটিক। সে সব একপ্রকার ঠিক করাই আছে। আচ্ছা, দাশু রায়ের সুরে বাঁধব, কি বল খুড়?

বেচা। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

ফটি। হাস্‌লে যে?

বেচা। তোমরা বড়মানুষ, তোমাদেরই যখন এমন কদর্য্য রুচি, তখন আমাদের দেশে সংগীত বিদ্যা যে লোপ পাবে, তার আর আশ্চর্য্য কি?

ফটি। আচ্ছা আচ্ছা বাবু, আমরা গাওনা বুঝিনে, তুমি এখন তামাকটা টেনে খাও, আগুন নিবে যায়।

বেচা। হুঁ (কলিকাতে ফুৎকার প্রদান পূর্ব্বক ধূম পান)

ফটি। (তানা না না সুর করিয়া) সে দিন কবে হইবে, হৃদকমলে আমার সে কমল ফুলটি-ই-ই-ই, উঁহু ভাল হচ্ছে না।

বেচা। আচ্ছা আস্তাইটা এইরূপ কর দেখি।

ফটি। কি?

বেচা। "হৃদি সরোবরে মম, কমল ফুল ফুটিবে।"

ফটি। থাম দেখি।

"সে দিন কবে হইবে

হৃদি সরোবরে মম, কমল ফুল ফুটিবে"

হাঁ এই বেস হয়েছে। এইবার অন্তরাটা বাঁধা যাক্ (সুর)

বেচা। কমলটা কেহে? কার সর্ব্বনাশ কর্‌বার চেষ্টায় আছ?

ফটি। এবার বাবা, বড় পুকুরে, টোপ্ ফেলা গেছে।

বেচা। হাঁ বুঝেছি, তাই চিন্তে এখন তোমার কাছে এসেছিল বটে?

ফটি। হাঁ হাঃবাবা, বুঝেছ? চিন্তে আমার ফাত্‌না।

বেচা। তোমার চিন্তে ফাত্‌না, সোনার টোপে সে কাৎলা পড়ে না, সে আর তোমার শ্যামী, বামী নয়।

ফটি। জ্বালাও কেন বাবা, সকলকেই আমার জানা আছে। দ্বিজগ্রামে আবার সতী কে বল দেখি?

বেচা। আরে ব্যলীক বলিস্ কি? চুপ কর, তুমি কি এ গ্রামে বাস করনা?

ফটি। না না তা নয়, আমি বল্‌ছি যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই অসতী।

বেচা। তা ত তুমি বল্‌বেই, পাণ্ডুরোগীর চক্ষে, সমস্ত পৃথিবীই বিবর্ণ দেখায়।

ফটি। তুমি চক্ষু থাকতে কাণা, তোমার সঙ্গে তর্ক করাই অন্যায়।

বেচা। আর তুমি কাণ থাকতে কালা, তোমায় হিতোপদেশ দেওয়াই অন্যায়।

ফটি। আরে বেটা যে একেবারে বিষ্ণু শর্ম্মা হয়ে বস্‌লেন, দেখ্‌তে পাই।

বেচা। নাহে না, এমন কাজটা কোরনা, তোমার ভালর জন্যই বল্‌ছি, এখন ও নিরস্ত হও, নতুবা তোমায় অপদস্থ হতে হবে। কমল তেমন মেয়ে নয়।

ফটি। হাঁ হাঁ, তেমন মেয়ে নয়, বড় সতী!

বেচা। তুমি কিসে জান্‌লে তার চরিত্র মন্দ? একজন ভদ্র গৃহস্থ কন্যার এপ্রকার মিথ্যা গ্লানি করা অত্যন্ত অন্যায়।

ফটি। দেখ খুড়! বাবা তোমায় ভাল বাস্‌তেন বলে, তোমার অনেক কথা আমি সহ্য করি, তুমি আমায় মিথ্যাবাদী বল্লে তাও এখন সহ্য কর্‌লেম, কিন্তু ভবিষ্যতে তুমি আমার সঙ্গে সাবধানে কথা কয়ো।

বেচা। দেখ বাবা, তোমাদের অনেক খেয়েছি, অনেক পরেছি; আজিও তোমার অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছি, অতএব তোমাদের মঙ্গলই আমায় সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌তে হয়। আমি যা বলি তাতে রাগ কোরনা, বেস করে বিবেচনা করে বোঝ, কমলের চরিত্র মন্দ নয়,

তাকে নষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে, তোমার আপনারই অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

ফটি। সে যদি যথার্থই ভাল্ হত, আমি কখনই তাকে মন্দ কর্‌তে যেতেম্‌না, কিন্তু আমি ভাল লোকের কাছে শুনেছি সে দিনুর———

বেচা। হাঁ, তুমি যা শুনেছ তা আমিও জানি, দিনুকে সে ভাল বাসে, সে কথা সত্য, কিন্তু তাদের প্রণয় অপবিত্র নয়।

ফটি। আমিও তার সঙ্গে পবিত্র প্রেম কর্‌তে চাই।

বেচা। তুমিত চাও, কিন্তু সে চাইবে কেন? সূর্য্য-মুখী সূর্য্যের দিকেই তাকায়।

ফটিক। সহজে না চায়, তুলে আন্‌ব, হাতে পেয়ে, আপনার দিকে ফিরাতে পার্‌ব।

বেচা। তা মনেও কোরনা, তুলে আন্‌বে, মুদিত হবে, শুকিয়ে যাবে, তবু তোমার পানে চাইবে না।

ফটি। আচ্ছা আগেত সূর্য্যকে অস্তাচলে পাঠাই, তার পর বোঝা যাবে।

বেচা। তোমায় বাবা, অত কষ্ট স্বীকার করতে হবে কেন, তোমার যে প্রবল প্রতাপ, তুমিত অনায়াসে তাকে বগলে চেপে রাখতে পার?

ফটি। দেখ বেচু খুড়! তুমি বড় বাড়াবাড়ি করতে লাগ্‌লে, তুমি বুকে বসে দাড়ি উপড়াও—তুমি আমার

সাম্‌নে বসে, আমায় বাঁদর বলে যাও, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা।

বেচা। তুমি রাগ কর্‌লে, আমি এই চল্লেম, আর তোমার কাছে আস্‌ব না, আমায় ভিক্ষা করে খেতে হয় তাও স্বীকার, তবু তোমার দ্বারস্থ আর হব না।

(সক্রোধে বেচারামের প্রস্থান।)

ফটি। তাইত! যথার্থই যে রাগ করে গেল, কর্ম্মটা ভাল হল না, ও গেলে আমার চল্‌বে না, আমার সংসারে সকল বেটাই চোর, ও না থাক্‌লে এত দিন আমার বিষয় আশয় রক্ষা করা ভার হত, আর বাবাও, আমায়, পুনঃ পুনঃ, ওর পরামর্শে কায করতে বলে গেছেন। না, কর্ম্মটা ভাল হলনা; খুড়কে আবার ডাক্‌তে হল।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জয়রামের বাটীর ছাদ।

(কমলিনী ও দিননাথের প্রবেশ।)

দিন। কমল! এ ফুল্‌টি কেমন দেখ দেখি?

কম। বেস্‌।

দিন। এস, তোমার মাথায় পরিয়ে দি।

দিন। ঐ যে তারাগুলি দেখ্‌ছ, এখান থেকে বোধ হচ্ছে, যেন আকাশময় এক এক খানি হীরা বসান রয়েছে, ও সকলগুলি এক একটি প্রকাণ্ড জগৎ; বোধ হয়, মৃত্যুর পর মনুষ্যের আত্মা ঐ সকল নক্ষত্রে গমন করে।

কম। মলে পর সবাই কি, তবে, এক জায়গায় যায় না?

দিন। ইহলোকে যে যেমন কর্ম্ম করে, মৃত্যুর পর তেম্‌নি লোকেই তার গতি হয়।

কম। আর দুজনে যদি সমান পুণ্য করে, তা হলে কি হয়?

দিন। তা হলে অবশ্য দুজনে এক জায়গায় যায়।

কম। তবে আমি মরব, মর্‌তে আমার আর ভয় কি, তুমি কখন কোন পাপ করনি, আমিও করিনি, আমরা দুজনে এক জায়গায় যাব, এক সঙ্গে থাক্‌ব।

দিন। (স্বগত) দেখ্‌তে পাচ্ছি সেই পাত্রই স্থির হয়েছে, (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) কেন কমল, এখানে কি তুমি আমায় চাওনা?

কম। এখানে যদি তোমায় পাব, তবে মর্‌তে যাব কেন? দিনু! পৃথিবীতে আমার আর সুখ নাই।

দিন। (স্বগত) তাইত মা কি এ বিবাহে মত দিলেন, তেমন বৃদ্ধ পাত্রে কেমন করে কন্যা দান করবেন? (প্রকাশ্যে) এ বেতে তোমার মায়ের মত আছে?

কম। মার একান্ত ইচ্ছা—তোমার সঙ্গেই আমার বে হয়, কিন্তু বাবার তাতে মত হয় না, তিনি বলেন "দিনু কুলীন নয়, বংশজকে কেমন করে মেয়ে দেব" (সরোদনে) দিনু! জম্মের মত তোমায় আমি হারাব, এ কথা যে ভাবতে পারি না।

দিন। কমল! চুপ কর, আর কেঁদনা, তোমার কান্না আমি দেখতে পারি না।

কম। এখন আমার কান্নাতেও একটু সুখ আছে, কেন না, তুমি আমার ব্যথায় ব্যথা পাচ্ছ, কাতর হয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিচ্ছ, কিন্তু বল দেখি, অন্যে যখন আমায় বে করে নে যাবে, তখন আমার কি দশা হবে?

দিন। হুঁ (কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া) কমল, তুমি এখন নীচে যাও, আমি জীবিত থাকতে, অন্য কেহই তোমায় বিবাহ করতে পারবে না।

কম। তুমি কি করবে! তোমার চক্ষু দেখে আমার ভয় করছে।

দিন। না তোমায় ভয় কি? পাপচিন্তা কখনই আমার মনে স্থান পায়না।

কম। তা আমি বেস জানি।

দিন। তবে তুমি এখন ঘরে যাও।

কম। হ্যাঁ আমি আসি, দিনু আমার মাথা খাও, রাগ্ করোনা।

(প্রস্থান।)

দিন। (পরিক্রমণ করতঃ) কমল অবিবাহিতা, আমিও অকৃতদার। কমল আমায় প্রাণের সহিত ভাল বাসে, আমিও কমলকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা জ্ঞান করি। আমাদের প্রণয় অপবিত্র নয়—লালসা-সম্ভূত অচির-জাতও নয়, তবে আমি কমলকে কেননা বিবাহ করিব? স্ত্রী পুরুষের মনের মিলনকেই যদি পরিণয় বলে—আর যদি কেন, সেই বিবাহই প্রকৃত বিবাহ—তাহা হইলে, অনেক দিন আমাদের বিবাহ হইয়াছে। এখন কমল আমার ধর্ম্মপত্নী—তবে কেন আমি আমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিব? কে সহজে আপনার প্রণয়িনীপত্নীকে, বিসর্জ্জন করিতে পারে? প্রাণ থাকিতে তাহা আমি কখনই পারিব না। কমল আমার জীবন সর্ব্বস্ব, আমার জীবন থাকিতে, কাহার সাধ্য আমার কমল সীতা কুণ্ডে নিক্ষেপ করে?

(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর—দরদালান।

(জয়রাম ও হৈমবতীর প্রবেশ।)

হৈম। আচ্ছা, একান্ত যদি দিনুর সঙ্গে না হয়, একটি ভাল ছেলে দেখে, মেয়ের বে দাওনা কেন? কমলকে আমি, গলায় পাতর বেঁধে, জলে ফেলে দেব, সেও ভাল, তবু অমন বুড় বরকে কখনই দেবনা।

জয়। হাঁ, বুড়, কে বলে বুড়?

হৈম। ওমা বুড় নয়, অমন কথা বোলনা। তোমার চেয়েও যে বয়সে বড়।

জয়। আমি বুড় হয়েছি নাকি?

হৈম। তুমি কেন বুড় হতে যাবে, তোমার চেয়ে যে বড়, তাকে বুড় বল্‌বনা?

জয়। আমার অপেক্ষা তার অধিক বয়স, তোমায় বল্‌লে কে, তুমি তার ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখেছ নাকি?

হৈম। ঠিকুজি দেখ্‌তে হবে কেন—গোঁফ্ জোড়াটি যে শণ নুড়ী হয়ে গেছে, চোকে দেখনি কি?

জয়। ও অমন, এক এক জনের গোঁফ্ দাড়ি, অল্প বয়সেই পেকে যায়, তা বলে তাকে কি বুড় বল্‌তে হবে?

হৈম। দেখ, তুমি আর জ্বালিওনা, তিন কাল গেছে, এককালে ঠেকেছে, অন্ত-দন্ত-হীন, অমন বরকে আমি কখনই মেয়ে দিতে পারব না।

জয়। আরে হাবি, আমার কি সাধ যে, মেয়েটাকে একটা বুড়র গলায় গেঁথেদি, কমলের অদৃষ্টে ভাল ঘর বর থাকলে, এত দিন একটা জুটে আস্ত, নিতান্ত ওর কপাল মন্দ, তা আমি কি কর্‌ব, কত দিনে ভাল পাত্র জুটবে, তার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারি? কমলের বয়ঃক্রম প্রায় ষোল সতের বৎসর হল, বিবাহ না দিয়া আর ওকে রাখা যায়, লজ্জায় যে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারিনা।

হৈম। একটু নীচু ঘরেই মেয়ের বে দাওনা কেন, তা হলেত ভাল বর পেতে পার?

জয়। কি! একটা কন্যার সামান্য ঐহিক সুখের জন্য, আমি কৌলীন্য মর্য্যাদায় খাট হব? প্রাণ থাক্‌তে তা হবে না।

হৈম। তুমি কুল কুল করে, সকল কুল নষ্ট কর্‌বে, নিতান্তই একটা অনর্থ ঘটাবে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

জয়। অ্যাঁ, তুমি বল্‌ছ কি?

হৈম। বল্‌ছি আমার মাথা, এখনকার মেয়ে ছেলের সব চোক কাণ ফুটেছে, সে কাল আর নাই, তাই বল্‌ছি একটু বুঝে সুঝে কাজ কোর।

জয়। বুঝা গেছে, বুঝা গেছে, দিনেকে, আজ বাড়ী থেকে দূর করে, তবে আমার আর কাজ।

হৈম। কেন দিনুর দোষ কি?

জয়। দোষ তবে কার ?

হৈম। দোষ তোমার।

জয়। হাঁ, স্ত্রীর কথায়, বাঁদর নাচ্‌তে পারি না,— এ আমার বড় দোষ বৈকি, দেখ, যা তুমি বুঝনা, যাতে তোমার কথা কবার অধিকার নাই, সে বিষয়ে চুপ্ করে থাকাই কর্ত্তব্য, বুঝ্‌লে ?

হৈম। কি, আমি কথা কবনা ? আমার দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মেয়ে—আমার আদরের কমল, সে কমল আমার, তুমি তপ্ত জলে ফেলে দেবে, আমি কথা কব না ?

জয়। তবে তোমার মেয়েই বড় হল, ছেলেটা আর কেউ নয়, না ? তার কুল যাক্ আর থাক্, তোমার মেয়ের ভাল হলেই ভাল, কেমন ?

হৈম। নিমাই আমার বেঁচে বর্ত্তে থাক, তার কুলে কাজ কি ?

জয়। উঁঃ! দিনে বাড়ীতে থাক্‌তে আর, তোমাদের দুর্ব্বুদ্ধি ঘুচ্‌ছেনা, আচ্ছা, এর উপায় আমি এখনই কর্‌ছি। চিন্তে, চিন্তে—

নেপথ্যে। যাইগো ও ও।

হৈম। চিন্তেকে আবার কেন ?

জয়। কেন ? এখনই দেখ্‌তে পাবে।

(চিন্তার প্রবেশ।)

দিনুকে চট্ করে ডেকে দে দেখি।

চিন্তে। আজ্ঞা যাই।

(প্রস্থান।)

হৈম। তুমি করকি, পাগল হলে নাকি?

জয়। তোমরাইত আমায় পাগল করে তুললে। দিনেকে আর এক দণ্ড বাড়ীতে রাখা হবে না।

হৈম। কেন সে করেছে কি? তুমি আর একটি ভাল ছেলে এনে, মেয়ের বে দাওনা কেন? তাতে তোমায় কে বারণ কর্ছে, দিনুকে অপমান করা কেন?

জয়। যাও, যাও, আপনার কাজে যাও।

হৈম। চুলায় যাও, গোল্লায় যাও, তোমার নিতান্ত মতিচ্ছন্ন হয়েছে।

(সক্রোধে প্রস্থান ও অপর দিক হইতে দিননাথের প্রবেশ।)

দিন। আপনি আমায় ডাক্‌ছিলেন?

জয়। হাঁ, বস, বল্‌ছি (চিন্তা করিয়া) দেখ বাপু! তোমার পিতার সহিত বহুকালাবধি আমার আন্তরিক বন্ধুত্ব ছিল, সেই নিমিত্ত তিনি, মৃত্যু শয্যায়, অপর কোন অভিভাবক না থাকায়, তোমায় আমার হস্তে সমর্পণ করে যান। বোধ হয়, সে মোহজনক ঘটনাটি, তোমার কিছু কিছু স্মরণ থাকতে পারে, কারণ, তখন তোমার প্রায় সাত আট বৎসর বয়ঃক্রম হয়েছিল।

দিন। আজ্ঞা হাঁ, সে ঘটনাটি অতি উজ্জ্বল বর্ণে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, জীবন থাকতে সে দৃশ্য আমি কখনই ভুলতে পারবনা, অন্তগামী চন্দ্রমা যেমন প্রভাকরের পোষ্ট্ করে, পৃথিবীকে প্রদান করেন, সেই প্রকার জনক আমার, আপনকার মঙ্গলজনক করে আমায় সমর্পণ করে যান।

জয়। তারপর, তোমায় আমি কি রূপ যত্নের সহিত প্রতিপালন করেছি, তা তোমার অগোচর নাই।

দিন। আজ্ঞা, আপনার ঋণ, আমি কোন কালেই পরিশোধ করিতে পারবনা, অবগণ্ড অবস্থায় পিতা মাতার বৎসল যত্নে বঞ্চিত হয়েছি সত্য; কিন্তু মহাশয়ের অপার অনুগ্রহে, পিতৃহীন বালকের মত, আমায় কখনও কোন কষ্ট পেতে হয় নাই।

জয়। (স্বগত) দুর্জ্জন তুণ্ড, অমৃত কুণ্ড। (প্রকাশ্যে) এখন বাপু, তুমি কৃতবিদ্য ও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ, এখন তোমার, একটা বিষয় কর্ম্ম অবলম্বন ও দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারী হওয়া কর্ত্তব্য হয়েছে।

দিন। আজ্ঞা হাঁ, এই আগামী পৌষ মাসে ব্যবহার শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, যা হয় একটা কার্য্যে নিযুক্ত হতে হবে।

জয়। ভাল, যতদিন তোমার পরীক্ষা না হয়, তুমি

কলিকাতায় গিয়া থাক না কেন, এখানে থেকে বৃথা সময় নষ্ট করায় ফল কি?

দিন। আজ্ঞা, আমার পাঠ সমাপ্ত হয়েছে, এখন আর, সেখানে থাকুবার প্রয়োজন হচ্ছেনা, বৃথা অর্থ নষ্ট, ও কষ্ট স্বীকার করা কেন?

জয়। তোমার দেখ্‌তে পাচ্ছি বাবু, কিঞ্চিৎ অহঙ্কার হয়েছে, তোমার শিখিবার কি আর কিছুই নাই?

দিন। আজ্ঞা এমন কথাত আমি বল্‌ছিনা, শিক্ষা কর্‌বার আমার সমস্তই রয়েছে, শাস্ত্র সাগর সমান, তবে আমার আর বিদ্যালয়ে অবস্থানের প্রয়োজন নাই।

জয়। না,.না, এখানে আর তোমার থাকা হবে-না।

দিন। (স্বগত) বুঝাগেছে, আমি কমলের বিবাহ পথে কণ্টক্‌ হয়েছি (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা আমার স্থানান্তর হওয়া কি আপনার একান্ত অভিপ্রায়?

জয়। হাঁ, কল্যই তুমি কলিকাতায় যাও। আমার পত্র না পেলে, তুমি গ্রামে এস না।

দিন। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

জয়। ফটিকের কথার তাৎপর্য্য এখন বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পার্‌লেম, অবিবাহিতা যুবতী কন্যার সহিত,

একজন সম্পর্কহীন যুবা পুরুষকে একত্রে রেখে, পরস্পর ঘনিষ্টরূপে পরিচিত হতে দেওয়া, নিতান্ত অবিবেচনার কায, তার আর সন্দেহ নাই। কটিকের বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার, শত শত ধন্যবাদ করি, এত অল্প বয়সে এ প্রকার বিজ্ঞতা প্রায় দেখা যায়না, আর না হবে কেন, কেমন বাপের বেটা? এই অগাধ বিষয়টা চৌধুরী মহাশয়, কেবল আপনার বুদ্ধি কৌশলে, উপার্জ্জন করে গেছেন।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বাটীর ছাদ।

(কমলিনী ও কুমুদিনীর প্রবেশ।)

কুমু। দেখ্ ভাই কমল, কি চমৎকার মেঘ উঠেছে! যেন একটি পাকা সোণার পর্ব্বত ঝক্‌মক্ করছে।

কমল। আমিত বলি বোন! ওর কর্তে ঐ কোণের কাল মেঘ খানি ভাল, কেমন থাকে থাকে কতদূর পর্য্যন্ত জুড়ে রয়েছে দেখ্ দেখি, ইচ্ছা করে একলাটি ঐ খানে গিয়ে চুপ্‌টি করে বসে থাকি।

কুমু। আমার ভাই তা ইচ্ছা হয় না, বরং ঐ যে মেঘ গুলা সাঁ সাঁ করে চলে যাচ্ছে, ওরই একখানার

উপর চড়ে বেড়াতে ইচ্ছা করে, বেস, আরাম করে শুয়ে থাকি, আর মেঘ খানা হু হু করে উড়ে যায়— কত দেশ, কত মানুষ, কত বন, কত নদী, কত পর্ব্বত সব দেখতে দেখতে যাই।

কম। আর মনের কথা, কলিকাতায় গিয়ে যদি পাই, ত তারানাথকেও একবার দেখে আসি, কেমন ?

কুমু। সে ভাই সত্যি কথা, তোমার কাছে বলতে কি বোন্ তাকে দেখবার জন্যে, মনটা এক এক সময় এমনিই হয় বটে।

কম। আজ ভাই শনিবার তোর পূর্ণিমা, তাই আজ তুই এত প্রফুল্ল, না ?

কুমু। মরণ আরকি ! চাঁদ না উঠতেই কি কুমুদ প্রফুল্ল হয় ?

কম। তুমি ভাই যথার্থ ভাগ্যবতী, তাই অমন পতি পেয়েছ।

কুমু। তোমার বিয়ের কি হল ?

কম। হবে।

কুমু। কবে ?

কম। তা জানিনা।

কুমু। কার্ সঙ্গে, সেই বুড়োটার সঙ্গে নাকি ?

কম। হঁা। (বিষণ্ণ বদনে অবস্থান।)

কুমু। সে কি কমল ! তুমি কাঁদছ না কি ?

কম। অস্তাচলে গেলে দিনমণি,
তুমি কিলো, জাননা স্বজনি !
নিশির শিশির ছলে, কাঁদে কমলিনী,
তুমি কি কাঁদনা কুমুদিনি !
প্রভাতা না, হইতে যামিনী
চলি যায় নাথ যবে করি বিষাদিনী ?

কুমু। তুমি ভাই কাকেও ভাল বাস; হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, একদিন তুমি আমায় ইশারায় বলে ছিলে বটে, দিনুকে তুমি ভাল বাস, না ?

কমল। (সরোদনে।)

* কেন বা সখিরে, তাঁরে ! বাসিয়াছিলাম ভাল,
কেন নাহি ভাবিলাম, ঘটালাম নিজ কাল !
তাঁরে যদি না হেরিতাম,
তাঁর গুণ না জানিতাম,
জনমি যদি মরিতাম, অভাগিনীর হত ভাল।

কুমু। তা ভাই, কি করবে বল, যে যাকে ভাল বাসে, সে কি তাকেই পায় ? প্রায়ই পায় না, এর পর, যার সঙ্গে তোমার বে হবে, এক সঙ্গে থাক্‌তে থাক্‌তে, তারই উপর তোমার মন বস্‌বে, তখন তাকেই আবার তুমি ভাল বাস্‌বে।

(চিন্তের প্রবেশ।)

চিন্তা। দিদি-ঠাকুরণ ! মাঠের ধারে বসে কে গান

* রাগিণী ঝিঁঝিট তাল আড়াঠেকা।

গাচ্ছে শুনবে এস, এমন গান ছাই কখনও শুনিনি

(নেপথ্যে।)

গীত।

রাগিনী মল্লার তাল একতালা।

কেন বিষাদিনী, বল বিনোদিনি!
পুরুষ সরল কবেলো স্বজনি॥ (১)
এক পদ জলে, আর পদ স্থলে;
হৃদে হলাহল, মুখে সুধা গলে;
একে রত তারা নহেগো সরলে!
কপটতাময় দিবস রজনী॥ (২)

চিন্তা। ঐ শুন দিদিঠাকুরণ, শুন্‌তে পাচ্ছ?

কুমু। আয়নাভাই, একটু এগিয়ে গে, গানটা ভাল করে শুনে আসি।

কম। না বোন, আমার আর গান টান ভাল লাগে না।

কুমু। আয় আয়, উঠে আয়, আমার মাথা খাস আয়। (সকলের কিয়দ্দূর অগ্রসর হওন।)

কুমু। ওলো গান থেমে গেল যে, রোস্ ভাই, উঁকি মেরে দেখি, মানুষটা কে? (তদ্রূপ অভিনয় করণ)

কম। কে রে কুমুদ?

কুমু। ওলো সেই মিন্‌ষে।

কম! কোন্ মিন্‌ষে?

কুমু। সেই যে লো, মনে নাই?

কম। কে লো?

কুমু। সেই যে লো, তোতে আমাতে, সে দিন বিকাল বেলা, তোদের সানের ঘাটে গাধুচ্ছিলুম, আর সেই।

কম। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সেই মিনষে?

কুমু। বেটার কি বিক্রী চাউনি ভাই, দেখ্‌লে ভয় করে।

চিন্তা। কে গা? রোস আমি দেখ্‌ছি। ওগো, বড় বাড়ীর বড় বাবু যে, আহা! কি চমৎকার চেহারা ভাই, যেন চাঁদ উঠেছে, দিদিঠাকুরণ, একবার দেখেযাও?

কম। আ মরি, গলে পড়্‌লি যে দেখ্‌তে পাই। আয় ভাই কুমুদ, আমরা এখান থেকে যাই চল।

কুমু। দাঁড়ানা ভাই একটু, ঐ আবার গাইছে, গানটা শুনে যাই।

নেপথ্যে।

গীত।

রাগিণী কালাংড়া তাল আড়াখেম্‌টা।

সে দিন কবে হইবে।
হৃদি সরোবরে মম, কমল ফুল ফুটিবে।
আমার নয়ন রবি,
হেরিবে সে চারু ছবি,
ভণে ফটিকচন্দ্র কবি, বিধি কি সে নিধি দিবে।

কুমু। আ মরণ! ও কমল, তোর নামেই গান গাচ্ছে যে লো?

কম। আয় ভাই, আমরা যাই আয়, ওমিন্‌ষে ভাল মানুষ নয়।

চিন্তা। এখন, তোমার মত ভাল মানুষ, কি ভাই সবাই হবে? যাই এখন কাজ কর্ম্ম করিগে।

কুমুদ। আমি ও ভাই যাই, সন্ধ্যা হল, চিন্তে, আয়না লা, আমার সঙ্গে, একটু এগিয়ে দিয়ে আস্‌বি।

চিন্তো। আঃ উনি যেন কচি খুকি, ওঁকে আবার দাঁড়াতে যেতে হবে। যাওনাগা, কে তোমায় লুটে নে যাবার জন্যে পথে বসে রয়েছে?

কুমু। না, না, তোর আর বাবু দাঁড়াতে হবেনা, তোর যে মুখের শ্রী। (প্রস্থান।)

চিন্তা। (স্বগত) আঃ আপনার গুমরেই আট্‌-খানা, উঁকিটে মেরে আর, একবার দেখা হলনা, (কতিপয় পদ গমন করিয়া) বাইরের সিঁড়ি দে দিনুর মত কে উঠে আস্‌ছে না? দেখি কে? হ্যাঁ, সেইত বটে, এই দিকেই আস্‌ছে যে, তবে কল্‌কেতায় যাওয়া হয়নি, পোকা গুল পদীপের কাছেই ঘুরে ঘুরে মরে, পুড়ে মরবে সেও ভাল, তবু ছেড়ে যেতে চায়না। এই আড়ালে দাঁড়াই, কমলের সঙ্গে কি কথা কয় সব শুন্‌তে হবে। (অন্তরালে অবস্থান।)

কম। আর জন্মে কত পাপই করেছিলাম, তাই কুলীনের মেয়ে হয়েছি, বিধাতা কি কেবল দুঃখ দেবার তরে আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন?

(দিননাথের প্রবেশ।)

ওমা, কেগো! (পশ্চাতে দেখিয়া) অ্যাঁ তুমি, কল্‌কেতায় যাওনি!

দিন। তোমার সঙ্গে দেখা না করে কোথাও যেতে পারি?

কম। দিনু! তুমি কি জন্মের মত আমায় ছেড়ে চল্‌লে আর আস্‌বেনা?

দিন। তোমায় না দেখে কি থাকতে পারি? অবশ্য আস্‌ব। (নেপথ্যে) দিদি অ দিদি ই ই।

কম। কেন?

(নিমাইয়ের প্রবেশ।)

নিমা। মা তোকে ডাকছে, নেমে আয়।

কম। তুই যা, আমি যাচ্ছি।

নিমা। সন্ধ্যা হয়েছে যে পোড়ারমুখি, নাম্‌তে কি হবে না?

কম। না, তুই যা। হতভাগার মুখের শ্রী দেখ!

নিমা। যাবিনি, যাবিনি, আমি তবে মাকে গিয়ে বলে দিই গে, তোকে না দিনদার সঙ্গে কথা কহিতে বারণ করেছে?

দিন। কি ও নিমাই, ঝক্‌ড়া করছ কেন?

নিমা। আমি, না কমলী কোঁদল কচ্ছে, বা, তুমি-ওত বেস দেখ্‌তে পাই।

দিন। দেখ্ নিমে তোর বড় স্পর্দ্ধা হয়েছে।

নিমা। তুমি আমায় চোক্ রাঙ্গাবার কে? তোমার খাই না পরি?

কম। ছি ও মুখ্‌পোড়া (নিমাইয়ের মুখে হস্তার্পণ।।)

নিমা। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ, তুই আমায় মার্‌লি কেন? আমি মাকে বলে দিইগে।

কম। (নিমাইয়ের হস্ত ধরিয়া) বা, তোকে আবার মার্‌লেম্ কখন? দেখ্।

নিমা। না, মার্‌লিনি বৈকি? তুই আমায় ছেড়েদে, দেনা ছেড়ে (রোদন।)

কম। আঃ কি জ্বালা। চুপ করনা ভাই।

নিমা। অ্যাঁ অ্যাঁ, আমি কেন চুপ কর্‌ব? তুই আমায় মার্‌লি কেন?

কম। লক্ষ্মী দাদা আমার, চুপ কর।

নিমা। আমি চুপ কর্‌ব্‌না, আমায় ছেড়েদে (রোদন।)

কম। তোকে আমার সেই গিল্‌টী করা তাস জোড়াটা দেব এখন, চুপ কর্।

নিমা। আঁ্যা, তাই তুই দিচ্ছিস্। আমায় মিছে কথা বলে ভোলাচ্ছিস্।

কম। না, মাইরি দেব।

নিমা। এই যে তুই, না মাইরি বল্লি, বল মাইরি দিবি?

কম। মাইরি দেব।

নিমা। তিন সত্যি কর।

কম। দেব, দেব, দেব। হল ত? তুই এখন যা।

নিমা। হঁ্যা আমি যাই, তুই কিন্তু শীগ্গির্ নেমে আয়, মা ডাক্‌ছে।

(প্রস্থান।)

কম। দিনু, আমার মাথা খাও, আমায় ছেড়ে যেওনা, তুমি যেখানে যাবে, অমিও সেইখানে যাব, তোমার যে কেউ নাই দিনু, অসুখ কর্‌লে, কে তোমায় দেখ্‌বে?

দিন। আহা কমল, কুলীনের ঘরে তোমার জন্ম কেন হয়েছিল, উদ্যানের উপযুক্ত ফুল শ্মশানভূমে কেন ফুটেছিল! কমল, আমার নিমিত্ত তুমি অত ভেবনা, কে বল্লে তোমায়, আমার কেউ নাই, স্নেহময়ী, দয়াময়ী, আমার মা আছেন, আমি মায়ের চরণ তলে, পড়ে থাক্‌ব; অসুখ হলে, আমার মা আমায় দেখ্‌বেন।

কম। না দিনু, তোমায় ছেড়ে আমি কখনই থাক্‌তে পার্‌ব না, কুঁড়ে ঘরে থেকে, এক বেলা খেয়ে, মোটা কাপড় পরেও, যদি তোমার কাছে থাকৃতে পাই, তবু আমি আপনাকে রাজরাণী মনে করব।

দিন। দেখ কমল! আমি অনেক বিবেচনা করে, দেখ্‌লেম্‌, তোমার সহিত বিবাহের আশা, আমায় একান্তই পরিত্যাগ কর্‌তে হয়েছে—কৃতঘ্ন আমি কখ-নই হতে পার্‌বনা, তোমার পিতা আমায় আপনার সন্তানের মত স্নেহ করেন। তাঁর অন্নে আমার শরীর। আমায় যদি পৃথিবীর সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাও স্বীকার, তবু তাঁর মনে আমি কখনই কষ্ট দিতে পার্‌ব না।

কম। তা সব আমি জানি, কিন্তু মন যে বুঝে না, তোমায় না দেখে আমি কেমন করে থাক্‌ব!

দিন। দেখা হবে না কেন? তোমার সঙ্গে সর্ব্বদাই আমি সাক্ষাৎ কর্‌ব।

কম। আমার বিয়ে হলে, আর কোথা তুমি আমার দেখা পাবে? দিনু! আমি কার ঘর করতে যাব? মন জ্বালাতন হলে, কার মুখ দেখে জুড়াব? না দিনু আমায় তুমি ছেড়ে যেওনা (সরোদনে) তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমায় ছেড়ে যেও না।

দিন। আহা হাঃ [illegible] আর কেঁদনা, আচ্ছা আমি বিবেচনা করে যা হয় একটা কর্‌ব। এখন তুমি নীচে যাও।

কম। দিনু, অধিনীকে পায়ে ঠেলনা, আমার মাথা খাও আমায় ভুলে থেক না।

(প্রস্থান।)

দিন। (ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করতঃ) কর্ত্তব্যানুরোধে ক্রত নিজ পুত্রের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন, কর্ত্তব্যানুরোধে রঘুপতি পতিপ্রাণা, সাধ্বী-সতী-সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, কর্ত্তব্যানুরোধে মনুষ্যের ত্যাগ স্বীকার অবশ্য কর্ত্তব্য। হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইলেও চিরার্জ্জিতা আশালতা আমায় উম্মূলন করিতে হইল। আহা কমল! কমল! আঃ।

(প্রস্থান।)

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াঙ্ক—প্রথম দৃশ্য।

ফটিকচন্দ্রের বসিবার ঘর।

(ফটিকচন্দ্র আসীন ও বেচারামের প্রবেশ)

ফটি। আরে, এস খুড়, বস, ওরে কে আছিস্, তামাক দে যা; তবে খুড়ো ভাল আছত?

বেচা। আর তোমার [illegible]ারিতার আবশ্যক নাই, ঢের হয়েছে।

ফটি। আমি তোমায় কি এমন কটুকথা বলেছি যে, তুমি আমার উপর এত রাগ করেছ?

বেচা। তোমার কথায় আমি রাগ করিনি, তুমি আমায় ধরে মার্‌লেও রাগ কর্‌ব না, তবে—

(হুকালইয়া ভজার প্রবেশ)।

ফটি। খাও খুড়, তামাক খাও।

বেচা। (হুক্কা লইয়া ধূমপান করিতে করিতে) তবে, এ অতি দুঃখের বিষয়, যে আজিও তুমি কুপ্রবৃত্তির হস্ত হতে মুক্ত হতে পার্‌লে না।

ফটি। বাবা, তব্‌লকীর ভিতর যতই মোম দাও, সিঁদুর দাও, আর পারাই দাও, মুক্ত সে কখনই হবেনা, আমায় হিতোপদেশ দেওয়া, আর ভাঁটার উপর সরিষা রাখা সমান।

বেচা। তবে আমায় ডাকুলে কেন? যা খুসি তাই করগেনা, কে তোমায় ধরে রেখেছে?

দিবা নিশি মুক্ত আছে নরকের দ্বার;
অধোগতি, সোজা অতি, পথ পরিষ্কার।

স্বচ্ছন্দে চক্ষু মুদে চলেযাও, কিন্তু বাবা, পরে টের পাবে। প্রখর রৌদ্র, অসহ্য গ্রীষ্মের পরই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়।

ফটিক। খুড়া তুমি বলছ বটে, কিন্তু বাবা, স্বর্গে উঠা কি সহজ কাজ? এ হেন ভীমার্জ্জুন, তাঁরাই খানিক দূর উঠে পড়ে মরেছে, আমিত ক্ষুদ্র প্রাণী, আমার ক্ষমতা কি?

বেচা। আচ্ছা টের পাবে এর পর, এখন তোমার বিষয় আশয় গুলি সব বুঝে নেবে, আমায় নিষ্কৃতি দেবে? তোমার কার্য্যে আমি আর একদণ্ড লিপ্ত থাক্‌তে চাইনা।

ফটি। (স্বগত) তাইত আরও যে চটে গেল দেখ্‌ছি, বেটা আগেত এত খীট্‌খীটে ছিলনা, যাহোক্‌ ওর কাছে একটু সাবধানে চল্‌তে হবে, চটান হবেনা, ও গেলে আমার চল্‌বেনা (প্রকাশ্যে) বেচু খুড়, তুমি কি তামাসা বুঝনা, তুমি কি মনে করেছ আমি যথার্থই গোল্লায় গেছি?

বেচা। তা না যাও, এই আমার ইচ্ছা, ঈশ্বর তোমায় ধন দিয়াছেন, ক্ষমতা দিয়াছেন, তার সদ্ব্যবহার কর এই আমার ইচ্ছা। পাপ কার্য্যে সুখ কি বলদেখি?

ফটি। তাকি আমি আর জানিনা?

বেচা। সেইটি বুঝ্‌তে পার্‌লেই ভাল (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আমি আস্‌ছি, গিন্নী ডেকেছিলেন, তাঁর কি টাকার আবশ্যক হয়েছে।

ফটি। হাঁ শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তাই ব্রহ্মাণ ভোজন করাবেন। দেখো খুড়, মার কাছেএসব কথা কিছু বোলনা।

বেচা। মাকে তোমার ভয়কি? তিনিইত তোমার মাথাটি খেয়েছেন।

(প্রস্থান।)

ফটি। ওর কাছে আর কোন কথাটি নয়। কমলের আশা আমি কখনই পরিত্যাগ কর্‌তে পারব না, পার্‌লেও তা করবনা, দিনের অন্নে আমায় ধূল দিতেই হবে। বেটার মুখের গ্রাস কেড়ে খেলে, তবে গায়ের জ্বালা যাবে—কেও।

(চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা। প্রণাম হইগো, বাবু!

ফটি। আরে, এমন সময়, তুই এখানে কেন? এখন যা, এখন যা।

চিন্তা। বাবু একটা কথা বলে যাব।

ফটি। কি কথা? শীঘ্র বল্; দেখ্ দেখি, কেউ আস্‌ছে না ত?

চিন্তা। (ইতস্ততঃ অবলোকন পূর্ব্বক) কৈ না, সব ত যোগাড় করেছি বাবু, এখন কি দেবে, আমায় দাও দেখি।

ফটি। কি করলি, তার ঠিক নাই, এখনই তোকে কি দেব?

চিন্তা। সব ঠিক করেছি বাবু, তবে বলি শুন। (ফটিকের কাণে কাণে কি বলিল)।

ফটি। হঁা? আচ্ছা, তবে তুই বিকাল বেলা, একবার, গোলাবাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করিস্।

চিন্তা। যে আজ্ঞা, তবে এখন আসি।

(প্রস্থান।)

ফটি। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করতঃ) দিনে, এইবার তোকে পেড়েছি, বেটা পাজি, ভেতুড়ে, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, আমায় তুই কটু কথা বলিস্? বেটা, মনে করেছিলি—নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করবি। জয়রামের খিড়কির পুকুরে স্নান করতে যেতেম, তা তোর সহ্য হত না, বেটা তুই আমায় বলিস্ কি না, "তোমার চরিত্র ভাল নয়—তুমি আর এখানে এস না" তোর এত বড় অহঙ্কার!—আমার নামে গ্রামশুদ্ধ লোক কাঁপে, তা তুই জানিস্—যাই এখন একবার বাড়ীর ভিতর যাই—ব্রাহ্মণ ভোজনের কি, কি, আয়োজন করতে হবে, তার একটা পরামর্শ করিগে কিন্তু এতে মেয়ে খাওয়ান নাই, মজাই নাই।

(প্রস্থান।)

———

দ্বিতীয়াঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশীপুর—ভাগীরথী-তীর।

(দিননাথ একাকী আসীন।)

দিন। আঃ, ভগ্ন হৃদয়ের ভাবনা কি ভয়ানক! (ইতস্ততঃ অবলোকন পূর্ব্বক) গভীরা রজনী, ধরনী নিভৃতা, বায়ু নিশ্চল, তরুরাজি নিশ্চল, জীব যাবন্ত নিশ্চল, প্রকৃতি নিদ্রিতা; জগতে জাগরিত কেবল আমি—গম্ভীর জনহীন গগণে জাগরিত কেবল সুদীন চন্দ্রমা; কিন্তু জাগ্রত আমি কেন? রোগ! বিষম রোগ! চিত্তব্যাধি উঃ কি যন্ত্রনা! আধির কি ঔষধি নাই? (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করতঃ) মন আকুল হইল, কিছুই ভাল লাগিল না; শয্যায় গেলাম নিদ্রা হইলনা; উঠিলাম, গৃহের বাহির হইলাম, পথে আসিলাম, তবু মন আকুল; এখানে এমন পরম রমণীয় স্থানে আসিয়া বসিলাম তবু মন আকুল। আঃ আমার কেন এমন হইল? কমল কোথা আর আমি কোথায়—যারে পাবার নয়, তার তরে কেন, তবু মন আকুল? (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) আঁঃ মন আমার এমন করে কেন? আমি কি পাগল হব? আমি পাগল হব? আঃ (করজোড় করিয়া) পিতঃ! দয়াময়! জগদীশ! দীনের হৃদয়ে শান্তিদান কর। আমি পাগল হলেম, আমি পাগল হলেম! উঃ অসহ্য, আর

ভাবিতে পারি না। (দ্রুতবেগে নদ্যভিমুখে গমন করিয়া) পাগল আমি কেন হব? অঁ্যা, পাগল আমি কেন হব? না রে, কখনই হব না! ঐ যে কমল! ঐ যে কমল! আহা! আহা! আমার সোণার কমল ভেসে যায়, ভেসে যায়, আমি ধর্‌ব, আমি ধর্‌ব।

(তারানাথের দ্রুতবেগে প্রবেশ ও দিননাথের হস্তধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ।)

তারা। কি কর, এদিকে এস!

দিন। (তারস্বরে) গীত। *

ঐ যে আমার্‌ সোণার্‌ কমল, স্রোতে, ভেসে যায়—
প্রাণ কাঁদে যার লাগি, মন যারে চায়।
মানস সরসে মম,
যে কুসুম নিরুপম,
আলো করে ছিল সদা, কে তুলিল তায়?

তারা। তুমি কর্‌ছকি বলদেখি?

দিন। অঁ্যা কি?

তারা। (স্বগত) তাইত যথার্থই উন্মাদ হল নাকি? (প্রকাশ্যে) এখন যাই এস?

দিন। কোথা যাব?

তারা। কেন, দ্বিজগ্রামে।

---

* রাগিণী ভৈরবী তাল পোস্তা।

দিন। সেখানে কমল আছে, অঁ্যা? না আমি যাবনা। (তারস্বরে) তারানাথ! তারানাথ!

তারা। কেন?

দিন। উঃ, তারানাথ! আমি কি পাগল হয়েছি, অঁ্যা?

তারা। না না, তুমি পাগল হবে কেন? এখন চল।

দিন। না, আমি যাবনা, যাবনারে, ওরে বাবারে।

তারা। কি হয়েছে? অমন কর্‌ছ কেন?

দিন। না, আমি যাই, আমি যাই, ঐ কর্ত্তা আস্‌ছেন? ছেড়ে দেও।

(দ্রুতবেগে প্রস্থান।)

তারা। কি পরিতাপ! দেখ্‌তে পাচ্ছি যথার্থই পাগল হল, যাই আবার কোথা গেল দেখিগে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয়াঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য।

জয়রামের অন্তঃপুর।

(হৈমবতী ও কুমুদিনীর প্রবেশ।

কুমু। কৈ জেঠাইমা, কমল ত সেখানে যায়নি।

হৈম। ওমা! কি বলিস্ গো! আমার কি সর্ব্বনাশ হল, মা—গো!

কুমু। কি কর জেঠাইমা, চুপ্ করনা। চারিদিগে শত্রু, কেউ আবার শুনতে পাবে ? কমলত তেমন মেয়ে নয়, যে কখন ও খিড়্কির ঘাটে একলা যেতে পারেনা, সেকি পা তুলে পথে বেরুতে পারে ? বোধ হয় মনে মনে কি রাগ হয়েছে, তাই কোথায় লুকিয়ে বসে আছে।

হৈম। ওমা! তাই হোক্ মা তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। হ্যাঁমা কুমুদ, কমল আমার, তোর কাছে কখন কিছু বলেছিল ?

কুমু। কৈ, না বাবু! আমার কাছে কখন কোন কথা ভাঙ্গেনি।

হৈম। তবু তুই আর, কিছু বুঝ্তে পারিস্নে মা, তোরা সব সম-বয়সী, তাই বল্‌ছি।

কুমু। আমিত বলি জেঠাই মা, দিনুর সঙ্গে তার বে দাও, দিনু কল্‌কেতায় গিয়ে অবধি কমল কেমন এক রকম হয়েছে।

হৈম। হ্যাঁ মা, তবে কি কমল আমার, কল্‌কেতায় গেল ?

কুমু। না না, তাকি পারে ?

হৈম। ওমা! সেইটিই যে আমার মনে গাইছে গো।

(চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা। কর্ত্তা আস্‌ছেন, তাঁকে ডেকে এসেছি ;

অঁ্যা, একি কলির ধর্ম্ম গা, যার খাস্, তারই বুকে বাঁশ। একটা ঘর মজান, একি মানুষের কাজ? কি বুকের পাটা মা, বেটাকে পাই ত ঝেঁটা পেটা করে গায়ের ঝাল মেটাই। মাঠাকুরণ, এ আর কেউ নয়, সেই দিনে।

হৈম। তা সে যিনিই হোন, আমি যদি বামণের মেয়ে হই —এই তেরাত্রির মধ্যে তার সর্ব্বনাশ, হবেই, হবেই, হবেই।

(জয়রামের প্রবেশ।

জয়। হয়েছে কি? অঁ্যা হয়েছে কি?

হৈম। ওগো, আমার যে বুক ফেটে যায়গো, আমার কমলকে এনে দাওগো।

জয়। কি? কমল বাড়ীতে নাই, কমল নাই? অঁ্যা? আমার কুল গেল, মান গেল, সব গেল! (কপালে করাঘাত করতঃ) হাঃ অদৃষ্ট! হাঃ অদৃষ্ট! হাঃ অদৃষ্ট!

হৈম। কি হবে মা, আমি কোথা যাব মা, আমার কি সর্ব্বনাশ হল, ওমা কমল, তোর মনে এই ছিল; মাগো! (রোদন।)

জয়। (দাঁত কিড়মিড় করিয়া) উঁঃ, আর ডাকিনীর মত চীৎকার করতে হবেনা, এখন চুপ্ কর, আমার মাথাটি খেলেত, আমি আজ গলায় দড়ি দে মরব;

আমার কুল গেল, মান গেল, এ কলঙ্ক আমার কখনই সহ্য হবে না।

কুমু। জেঠা মশাই, অমন কর্‌লে কি হবে, একটু স্থির হোন্। চুপি চুপি একবার কল্‌কেতায় যান, বোধ হয়, তবে দিনুর কাছেই সে আছে, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে আস্থ্নগে।

হৈম। ওমা কমল! আমায় ছেড়ে কি করে গেলি মাগো। (রোদন)

জয়। মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে, এখন কাঁদ্‌তে বসেছেন, আঃ ময়না, চুপ কর্। দেখ চিন্তে, তুই এসব কথা কারও কাছে বলিস্‌নি, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কমল কোথা, বলিস্ মামার বাড়ী গেছে, বুঝ্‌লিত?

চিন্তা। আমি কি আর নির্ব্বোধ গা? ঘরের ভাল মন্দ কথা কি পরের কাছে বল্‌তে আছে? এখন পথ হতে এলেন, পায়ে হাতে জল দেন্‌সে।

(দ্রুতবেগে নিমাইয়ের প্রবেশ।)

নিমা। বাবা! বাবা! আমার বড় ভয় কর্‌ছে (জয়রামের হস্ত ধারণ ও কম্পন।)

জয়। কেনরে, ভয়কি?

নিমা। আমি, সেই জলার ধারের গাছ থেকে, আমড়া পাড়্‌তে গিয়েছিলেম।

জয়। হ্যাঁ, তা কি হয়েছে ?

নিমা। সেখানে, সেখানে, সেই ডোবার কাছে, মা গো !

জয়। কি বল্‌না ?

নিমা। একটা কাটা মুণ্ডু নিয়ে এক পাল কুকুরে টানা টানি কর্‌ছে, আর সেখানটায় অমনি রক্তে রক্তে ঢেউ খেলাচ্ছে, বাবারে !

জয়। অ্যাঁ সে কি বল ?

হৈম। সত্যি নাকি ?

নিমা। মাইরি বল্‌ছি মা, তুই বরঞ্চ দেখ্‌বি চল।

কুমু। সেটা কার মাথা রে চেনা যায় ?

নিমা। কার মাথা তা আমি কি জানি, বা।

হেম। ওমা কি সর্ব্বনেশে কথা ! ওগো আমার কি সর্ব্বনাশ হল, মাগো !

জয়। আরে চুপ কর্‌না।

কুমু। জেঠাইমা কাঁদ কেনগা ? আগে দেখে আসিগে চল।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয়াঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য।

জয়রামের বহির্বাটী।

(গোপীনাথ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।)

অর্জ্জু। বাড়ীতে কে আছে গা ?

নেপথ্যে। কে গা ?

গোপী। জয়রাম বাঁড়ুয্যার এই বাড়ী ?

(চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা কেনে গা ?

অর্জ্জু। আরে মাগি, এই বাড়ী কিনা বল্‌না ?

চিন্তা। আমর্, মিন্‌সে যেন খেতে এল।

গোপী। না বাছা, তুমি বল, এই বাড়ী কি জয়বাবুর ?

চিন্তা। হ্যাঁ, কেনে গা ?

গোপী। তাঁকে একবার ডেকে দাও দেখি।

(চিন্তার প্রস্থান।)

অর্জ্জু। দেখেছেন মশাই, যেখানে কুলীন বামণ, সেখানেই হেঙ্গাম।

গোপী। তবু কুলীন বামণদের অহঙ্কার কত হে, প্রভুরা কথায় কথায় বলেন, আমরা যার বাড়ীতে পাধুই, তার পুরী পবিত্র হয়।

(জয়রাম ও চিন্তার প্রবেশ।)

জয়। মহাশয় ! আমায় রক্ষা করুন্, এ বিপদ হতে উদ্ধার করুন্।

গোপী। লাশ কোথা আছে ?

জয়। আমার সঙ্গে আসুন্ ! (চিন্তার প্রতি) চিন্তে ! তুই এইখানে বস্, নিমাই ফটিক বাবুকে ডাকুতে গেছে, তারা এলে বাগানে আমাদের কাছে নেযাস্।

(চিন্তা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

চিন্তা। কি আপদে পড়্লেম্‌গা এখন ভালয়, ভালয়, কেটে গেলে হয়। ঐ যে ফটিক বাবু আস্‌ছে।

(নিমাই ও ফটিকচন্দ্রের প্রবেশ।)

ফটি। কেমন নিমাই, সব বল্‌তে পার্‌বিত? তোকে ধম্‌কাবে, মার্‌তে যাবে, ভয় করিস্‌নি।

নিমা। সত্য সত্য মার্‌বেনাত?

ফটি। আরে, না্না, মার্‌বে কেন? তোকে যত-বার ফিরিয়ে, ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌বে, তুই সেই কথাই বল্‌বি, কেমন?

নিমা। দিন্‌দা, দিদিকে কেটে ফেলেছে, তা আমি বল্‌বইত।

ফটি। আমি যা বলেদিলেম, ঠিক্‌ সেই কথাগুলি বল্‌বি, বুঝ্‌লিত?

নিমা। তা বল্‌বনাত কি?

ফটি। জিজ্ঞাসা না কর্‌লে, আগে কোন কথা বলিস্‌নে, বুঝ্‌লি?

নিমা। না।

চিন্তা। বড়বাবু! আমায়ও বেস্‌ করে শিখিয়ে পড়িয়ে দাও বাবু, আমার বড় ভয় কর্‌ছে।

ফটি। যা বল্‌তে হবে তা ত তোকে বলে দিয়েছি, সাবধান, যেন এল মেল কথা মুখ দিয়ে না বেরোয়? ভয় করেছ কি মারা গেছ।

চিন্তা। যদি বাবু আমায় মারে ?

কটি। আরে ! তুই সাক্ষী বৈত নয়, তোকে মার্‌বে কেন ?

নেপথ্যে। (রোদন) ওমা, আমার কেলে কোথা গেলি, মা আমার গো।

নিমা। ঐ মা কাঁদ্‌ছে, আমি ঘরে যাই।

কটি। নানা, তুই একটু দাঁড়া না ?

চিন্তা। বড় বাবু! কর্ত্তা চুট মিন্‌ষেকে সঙ্গেকরে বাগানে গেছেন, তোমাকেও সেখানে যেতে বলে গেছেন।

নেপথ্যে। (রোদন ওরে আমার কণ্ঠমালা, অরে কমল আমার বাছা আমার রে।

নিমা। আমি যাই, আমার বড় মন কেমন কর্‌ছে।

কটি। দাঁড়া দাঁড়া ঐ ওরা আস্‌ছে।

(জয়রাম গোপীনাথ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।)

গোপী। অর্জ্জুন, বাজে লোক সব বার করে দিয়ে, কপাট বন্ধ করে দাও।

অর্জ্জু। যাওগো, মশাইরা যাও, এ রাসবাড়ী নয়, যাও সব ঘরে যাও, এখানে রং তামাসা হবে না; যে সব কাতার দে দাঁড়িয়েছ, যাও সব যাও।

গোপী। এই যে বড়বাবু এসেছেন, প্রণাম হই।

ফটি। আপনি তদারক্ করে আজিই লাশ্ জ্বালাই-বার হুকুম দেযান।

গোপী। সেটি মহাশয় আমার ক্ষমতায় নাই, এক-বার সদরে নে যেতে হবে। চিন্তা কার নাম?

ফটি। এইযে এর নাম চিন্তে।

গোপী। এদিকে এস বাছা।

অর্জ্জু। অরে মাগী, এইখানে এসে বস্‌না।

চিন্তা। দেখ্ মিন্‌সে, তুই একশ বার, মাগী মাগী করিস্‌নি বল্‌ছি, আঃমর।

গোপী। দেখ বাছা, একটি কথা সত্যবই মিথ্যা বল্‌লে তোমার পক্ষে বিভ্রাট ঘট্‌বে। সাবধান হয়ে আমার কথার উত্তর দাও। জয়বাবুর কন্যাকে কে হত্যা করেছে তা তুমি কিছু জান?

চিন্তা। মিথ্যে বল্‌ব কেন মশাই, সচক্ষে আমি কিছুই দেখিনি।

গোপী। কি দেখনি?

চিন্তা। খুন কর্‌তে দেখিনি।

গোপী। কাকে খুন কর্‌তে দেখনি?

চিন্তা। কমল দিদিকে?

গোপী। কমল কে?

চিন্তা। কর্ত্তার মেয়ে, যে কাটা পড়েছে।

গোপী। তাকে কে কেটেছে?

চিন্তা। দিনু।

গোপী। এই যে বল্‌লে, তুমি কাকেও খুন কর্‌তে দেখনি। আবার বল্‌ছ, দিনু কেটেছে, এ কেমন কথা হল ?

চিন্তা। দিনুকে সবাই সোঁপে কর্‌ছে।

ফটি। সকলের কথায় তোর কাজ্‌ কি, ? তুই যা জানিস্‌ তাই বল্‌না।

গোপী। দিনু কে ?

চিন্তা। একটি বামুণের ছেলে, কর্ত্তা তাকে খাওয়া পরা দিতেন, সে এই খানেই থাক্‌ত।

গোপী। সে এখন কোথা আছে ?

চিন্তা। তা জানিনা, শুনেছি কল্‌কেতায় আছে।

গোপী। আচ্ছা দিনু খুন করেছে, তোমার এমন বোধ হয় ?

চিন্তা। সেনাত, আর কে এমন কাজ করবে ?

গোপী। তোমার কিসে বোধ হল, যে দিনুই একাজ করেছে ?

চিন্তা। দিনু, কমল দিদিকে, বে কর্‌তে চেয়েছিল।

গোপী। ভাল, বলে যাও।

চিন্তা। কমল দিদিও তাকে বে কর্‌তে চেয়েছিল।

গোপী। তার পর !

চিন্তা। তাই কর্ত্তা তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

গোপী। কাকে?

চিন্তা। দিনুকে।

গোপী। ভাল, তাই যেন হল, কিন্তু সে যে জয়বাবুর কন্যাকে হত্যা করেছে, তার প্রমাণ কি?

চিন্তা। কর্ত্তা তাকে বাড়ীতে ঢুকতে নিষেধ করেছিলেন, তবু সেদিন, সন্ধ্যার সময়, সে আবার এসেছিল।

গোপী। তার আস্‌বার, অন্য কারণওত থাকতে পারে।

চিন্তা। নাগো, সে কমল দিদির সঙ্গে কথা কচ্ছিল যে।

গোপী। তুমি তাকে কমলের সঙ্গে কথা কইতে দেখেছিলে?

চিন্তা। আমি না দেখেই কি বল্‌ছি?

গোপী। কোথা দেখেছিলে?

চিন্তা। ছাদের উপর।

গোপী। আচ্ছা, তোমায় তারা দেখ্‌তে পেয়েছিল?

চিন্তা। না, আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেম।

গোপী। কেন? তোমার সেখানে লুকিয়ে দাঁড়াবার কি দর্‌কার ছিল?

চিন্তা। মনে কর্‌লেম, এই দিনুকে বাড়ী থেকে অপমান্ করে তাড়িয়ে দিলে, আবার সে কমলের সঙ্গে কি কথা কয়, সব শুনে যাই।

গোপী। তুমি কি শুনলে? তারা কি কথা কচ্ছিল?

চিন্তা। তা বাবু, মিথ্যা বলব কেন, সকল কথা আমি শুনতে পাইনি।

গোপী। তুমি যা শুনেছ, তাই বল,।

চিন্তা। প্রথমে কমল দিদি অনেক কাঁদা কাটা করতে লাগলেন, দিনু তাকে অনেক বুঝুলে, তার পর, কমল দিদি বললে না, আমি তোমায় ছেড়ে কখনই থাকতে পারব না। দিনু কি বললে, তা সব আমি শুনতে পেলেম না, কেবল এই কথাটি আমার কাণে লাগল "আর কারো ঘর তোমায় করতে হবে না, তোমার ভয় নাই, তুমি এখন নীচে যাও, আর যা বল্লেম যেন মনে থাকে" এই কথার পরই কমল দিদি সিঁড়ির দিকে আসতে লাগল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেম। এইত বাবু, আমি যা দেখেছি আর শুনেছি, সব বললেম। এর মধ্যে যদি একটি কথা মিথ্যা বলে থাকি, এখনই যেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়।

গোপী। জয় বাবু দিনুকে তাড়িয়ে দিয়াছিলেন, সে কত দিন হবে?

চিন্তা। পরশু দিন।

গোপী। তুমি তার পর, দিনুকে আর এ বাড়ীতে দেখেছিলে?

চিন্তা। কেবল সেই দিন সন্ধ্যার সময়।

গোপী। জয় বাবুর কন্যা কাটা পড়েছে কবে?

চিন্তা। আজ সকাল বেলা, গোল মাল হল।

গোপী। কাল্ রাত্রে এঁর কন্যা বাড়ীতে ছিল?

চিন্তা। ছিল।

গোপী। সে কি একলা এক ঘরে শুত, না আর কেউ তার কাছে থাকৃত?

চিন্তা। তিনি, আর এই তাঁর ছোট ভাইটি এক ঘরে শুত।

গোপী। আচ্ছা তুমি এখন ঐ খানে গে বস— (নিমাইয়ের প্রতি) এ দিকে এস। তোমার নাম কি বাবু?

নিমা। আমার নাম নিমাই।

গোপী। তোমার বাপের নাম কি?

নিমা। শ্রীজয়রাম মুখোপাধ্যায়।

গোপী। কাল রাত্রে তোমার দিদি তোমার কাছে শুয়েছিল?

নিমা। হ্যাঁ শুয়েছিল বৈ কি।

গোপী। সমস্ত রাত তোমার কাছে ছিল?

নিমা। তা জানিনি, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।

গোপী। সকাল বেলা তোমার দিদিকে দেখতে পেয়েছিলে?

নিমা। না।

গোপী। আচ্ছা, খানিক রাত্রে তোমার দিদি বিছানা থেকে উঠেছিল ?

নিমা। তা আমি কিছু টের পাইনি।

ফটি। (গোপী নাথের প্রতি) মহাশয় দিনু যে সে দিন সন্ধ্যারে সময় এসেছিল, তা নিমাইও দেখেছে, ওকে জিজ্ঞাসা করুন্ না।

গোপী। কেমন হে, পরশু সন্ধ্যা বেলা দিনুকে তোমার দিদির সঙ্গে কথা কইতে দেখেছিলে ?

নিমা। হ্যাঁ দেখেছিলুম বৈ কি।

গোপী। আচ্ছা দিনু কে বল দেখি ?

নিমা। দিনুদা গো, সে আমাদের বাড়ীতে থাক্‌ত।

গোপী। দেখ দেখি এখানি কি ?

নিমা। ছোরা।

গোপী। কার ? তুমি বল্‌তে পার ?

নিমা। দেখি (হস্তে লইয়া) এ যে দিনুদার, ও মাগো (ছোরা ভুয়ে নিক্ষেপ।)

ফটি। কেনরে নিমাই, কি হয়েছে ?

নিমা। আমি বাড়ী যাই।

ফটি। কেন ?

গোপী। তুমি যে ছোরা খানা অমন করে, ফেলে

দিলে, কেন বল দেখি, এ বড় অন্যায় (কৃত্রিম কোপ প্রকাশ)

নিমা। ওতে যে রক্ত লেগে রয়েছে।

গোপী। তা কি হয়েছে; তুমি ফেলে দিলে কেন?

নিমা। বা, দিদিকে ওতে কেটেছে, ঐ ছোরা বুঝি আমি হাতে করব?

গোপী। এ ছোরা দিনুর তুমি জান?

নিমা। হ্যাঁ জানি, আমি এখন ঘরে যাই।

গোপী। দাঁড়াওনা, বলি শুন, এ ছে[illegible] দিনুর তুমি কেমন করে জান্‌লে?

নিমা। দিন্‌দা কল্‌কেতায় গেলে, আমি চুপি চুপি ঐ ছোরাখানা বার করে নিয়ে, ঘুঁড়ির কাঁপ্‌ ছুল্‌তেম।

গোপী। যখন সে কল্‌কেতায় যেত, তখন এ ছোরাখানা কোথা রেখে যেত?

নিমা। তার ঘরে একটা ভাঙ্গা টিনের পেঁ[illegible] আছে, তারই ভিতর কাগজ চাপা দে রেখে যেত

অর্জ্জুন। ঠিক্‌ হয়েছে মহাশয়!

গোপী। (অর্জ্জুনের প্রতি) তুই কোথা থেকে বার কর্‌লি?

অর্জ্জুন। ঐ পেঁড়াতেই ছিল বটে।

গোপী। (নিমাইয়ের প্রতি) আচ্ছা তুমি তবে এখন ঘরে যাও।

(নিমাইয়ের প্রস্থান।)

জয়। আপনার কি অনুমান হয়, দিনেই এ কাজ করেছে বোধ হয়না ?

গোপী। আজ্ঞা, তা এখন কেমন করে বল্‌ব। দিনুর বক্তব্য না শুন্‌লে, কিছু বল্‌তে পার্‌ছি না।

জয়। এখন শব দাহ করা যেতে পারে কি না ?

গোপী। দাহ আর কি কর্‌বেন বলুন—কেবল মাথাটি পাওয়া গেছে বৈতনয়, তা আবার কার মাথা, তার ঠিক নাই—নাক্ চোক্ নাই, চেন্‌বার কোন উপায়ই নাই।

জয়। কমলকে যখন পাওয়া যাচ্ছেনা, আর এই কাটামুণ্ড, রক্ত মাখান ছোরা, এই সকল কাণ্ড কার্‌খানা দেখা যাচ্ছে, তখন কমলকে যে হত্যা করেছ, তাতে আর সন্দেহ কি ?

গোপী। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, দিনুর, কমল্‌কে হত্যা কর্‌বার, উদেশ্য, কি হতে পারে ?

ফটিক। কেন মহাশয় ? হতাশ হলে মানুষ কি না কর্‌তে পারে ?

গোপী। কেটে ফেলেছে এটাই কেন আপনারা অনুমান কর্‌ছেন? তাকে স্থানান্তর কর্‌তেও ত পারে ?

জয়। যদি এই মুণ্ডটি পাওয়া না যেত, তবে তাই-মনে কর্‌তেম।

গোপী। আমি এখন নিশ্চয় কিছু বল্‌তে পারিনা, এখন আসুন্ আর একবার সেই বাগানে যেতে হবে।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয়াঙ্ক প্রথম দৃশ্য।

ভৈরবপুর কালীবাড়ী।

(এক প্রশস্ত গৃহে কমলিনী একাকিনী আসীনা।)

কমল গীত।

রাগিণী—ভৈরবী, তাল—মধ্যমান।

কেনবা অদৃষ্টে দোষি, কি দোষ ধাতার।
মর্ম্ম দহে কর্ম্মদোষে, শুধু আপনার।
কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে,
মাবাপেরে কাঁদাইয়ে,
পাপবৃক্ষ উঠেছি এ বিষফল তার।

(মনোরমার প্রবেশ।)

মনো। আহা! তোমার মুখে আজ গান বেরিয়েছে তবু ভাল। তোমার গলাটিত বেস।

কম। ও গো।

কেঁদে উঠে প্রাণ সদা গান করি তাই।
এনহে সুখের রাগ খেদ গীত গাই॥

মনো। আহা! প্রাণ কাঁদবেনা? কোথা রইল মা, কোথা রইল বাপ, কোথা রইল ভাই, কাকেও দেখ্তে পাওনা, তাতে আবার এই ভাদ্দুরে রদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ কর্‌ছে, আর এই প্রকাণ্ড পুরী জনপ্রাণী নাই, এখানে একলাটি রয়েছ, মন কেমন কর্‌বেইত।

কম। মা, আমার মনের ভিতর যে কি হচ্ছে, আমি যে কি যন্ত্রাণায় আছি, তা কেবল আমিই জানি।

মনো। আচ্ছা বাছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি এমন কর্ম্ম কর্‌লে কেন বল দেখি? একটু বিবেচনা কর্‌লে না? দাসীর কথার বিশ্বাস করে একেবারে এসে পাল্‌কিতে উঠলে?

কম। চিন্তে আমাদের বাড়ীতে আজ দশ বছর আছে, সে যে এমন করে আমায় মজাবে, তা আমি কেমন করে জান্‌ব? আমায় বল্‌লে "দিনু তোমায় ডাক্‌ছে, খিড়্‌কিতে দাঁড়িয়ে আছে" আমি নাম শুনেই পাগল হলেম, একেবারে পথে এসে দাড়ালেম। কাহাররা বল্‌লে, "তিনি তফাতে আছেন, গাঁ ছাড়িয়ে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে" তাদের কথা আমি সত্যই মনে

চক্ষুমিলে চারদণ্ড চেয়ে থাক্‌তে হত, আহা! দিবানিশি কেঁদে কেঁদে, সেই মুখ একেবারে কাজললতা হয়ে গেছে।

কম। মা, তোমাদের বাড়ীতে আমায় নে চল, আমি সেখানে নিশ্চিন্ত হয়ে খানিক ঘুমুই গে, আমার বড় ঘুমপাচ্ছে, আজ তিন রাত্ আমি একবার চক্ষু বুজিনি।

মনো। কেন মা, ঘুম হয়নি কেন? অসুখ হয়নিত?

কম। আমার দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমার যন্ত্রণার শেষ নাই মা।

মনো। তবু কি হয়েছে বলনা?

কম। রাত্রিহলে, সেই দাসী মাগী, একটা বুড়ীকে, সঙ্গে করে আনে, মা গো! তার মূর্ত্তি দেখ্‌লেই আমার আত্মা পুরুষ শুকিয়ে যায়।

মনো। একটা বুড়ীকে সঙ্গে করে আ[illegible] আচ্ছা সে দেখ্‌তে কেমন বল দেখি?

কম। ওমা! সে মূর্ত্তি মনে হলে, আমার প্রাণে আর কিছু থাকে না, আমার বড় ভয় করে।

মনো। এখন দিনের বেলা, আমি কাছে রছি, ভয় কি মা, বল না?

কম। তার হাতপা গুল, লোহার সলার মত, মুখে একটু মাংশ নাই, চক্ষু দুট কোটরে ঢুকে গেছে, মা গো! সেই চোকে আবার, এক একবার, কট্ মট্ করে আমার পানে চায়।

মনো। বুড়ী কি ঢেঙ্গা না বেঁটে ?

কম। ঢেঙ্গা বলে ঢেঙ্গা, তেমন ঢেঙ্গা মানুষ, কেউ কখন দেখেনি, মা আবার তার মাথায় দুখানা জটা আছে।

মনো। বুঝেছি, আর কেউ নয়, সে চাঁড়াল চাঁদী, তা, সে তোমার কি বলে, মা ?

কম। মা সে যা বলে, সমস্ত রাত্রি আমায় নিয়ে যে কাণ্ড করে, তা আমি বল্‌তে পার্‌ব না, সে বুড়ী নয় মা, সে রাক্ষসী—সেই আমায় খাবে। মা গো, এখানে আমার আর কেউ নাই, তুমি আমার মা, আমায় তুমি বাঁচাও। তোমার দুটি পায়ে পড়ি (চরণ ধারণ)।

মনো। উঠ মা উঠ, আর কেঁদনা, অনেকটা বেলা হয়েছে, এখন চাড্ডি খাবে চল।

কম! মা আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আর নাই, ভয়েং, ভেবেং, আমার পেট ফুলে উঠেছে।

মনো। অ্যাঁ, বড় মানুষদের কি দয়া ধর্ম্ম নাই, আমোদ হলেই হল, একটা পরের মেয়েকে ধরে এনে কি এমনি করে পীড়ন কর্‌তে হয় ? সতীর সতীত্ব নষ্ট করায়, কি আমোদ, কি সুখ, কি পৌরষ আছে ? এস মা এস, যা হয় এক মুট খেয়ে আমাদের বাড়ীতে খানিক ঘুমবে চল। উঠে এস, আর কেঁদনা।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তরা। আজ্ঞা হাঁ, দিনু আরাম না হলে, আর কিছু হচ্ছেনা।

বেচা। তবে কি দিনুর উন্মাদ সাব্যস্ত হল?

তারা। আজ্ঞে! সে যথার্থ পাগল হয়েছে, তা সপ্রমাণ হবেনা কেন?

বেচা। দিনু এখন রৈল কোথা?

তারা। আমি জামিন হয়ে, তাকে, আমাদের বাড়ীতে এনে রেখেছি।

বেচা। তবে সে এখন কাশীপুরেই আছে?

তারা। আজ্ঞা হাঁ।

বেচা। তা বেস হয়েছে, কিন্তু মুখুয্যা মহাশয় ত তোমার উপর রাগ করতে পারেন?

তারা। রাগ করেন, নাচার, আমার কর্ত্তব্য আমি অবশ্যই করব। দিনু আমার পরম বন্ধু, আর আমি নিশ্চয় জানি, সে নিরপরাধী, তার অসময়ে সাহায্য করা, আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, এতে আমারও যদি বিপদে পড়তে হয়, তাও স্বীকার।

বেচা। মনুষ্যের কর্ম্মইত এই, পরোপকার ও কর্ত্তব্য সাধনে প্রাণ-পণ করাই সংসারের সারধর্ম্ম। তুমি যে এখনকার বাবুদের ন্যায় কেবল কথার ভট্‌চায্ নও, তা তোমার এই সাধু ব্যবহারে বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

তোমায় শত শত ধন্য বাদ দি, আর আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও।

তারা। আপনকার আশীর্ব্বাদ আমার শিরোধার্য্য, এখন যে জন্য এসেছিলাম বলি।

বেচা। কি বল দেখি?

তারা। আপনি বলেছিলেন, কমলের অনুসন্ধান কর্‌বেন, সে বিষয়ের কি হল?

বেচা। হাঁ তার উদ্দেশ পাওয়া গেছে।

তারা। কোথা আছে?

বেচা। পাজি, ভৈরবপুরে কালীবাড়ীতে তাকে রেখেছে, আর সেও সম্প্রতি সেখানে গেছে।

তারা। বটে? আচ্ছা আপনি যদি নিশ্চয় জানেন—কমলকে কালীবাড়ীতে রাখা হয়েছে, আমরা না হয় থানায় জানাই না কেন? কি বলেন?

বেচা। না না, তা করা হবেনা।

তারা। কেন?

বেচা। ফটিক যাতে বিপদগ্রস্ত হয়, তা আমি প্রাণ থাকৃতে কর্‌তে পার্‌ব না।

তারা। কমলকে উদ্ধার করাওত চাই?

বেচা। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার? আমি বলি কি, জন দুই পাক্ সঙ্গে লয়ে, তোমাতে আমাতে সেখানে যাই চল।

তারা। তা হলে কি হবে বলুন ? কটিক সেখানে আছে, তার লোক জন আছে—কমলকেত আর কেড়ে আন্‌তে পার্‌বেন না।

বেচা। তুমি যেতে পার্‌বে কি না বল ?

তারা। তা পার্‌ব না কেন ? কিন্তু আমাদের যাওয়ায় ফল কি হবে ? কেবল একটা বিবাদ উপস্থিত হবে বৈত নয় ?

বেচা। তুমি সে ভয় কর্‌ছ কেন ? আমি যখন যাচ্ছি, তখন বিবাদের সম্ভাবনা কি ? এখন তুমি কবে যেতে পার্‌বে, তা বল ?

তারা। আমি প্রস্তুত আছি, আপনি যে দিন বল্‌বেন।

বেচা। আমি বলি, আর বিলম্বে কাজ নাই, পরশ্ব দিন যাই চল।

তারা। যে আজ্ঞা, আমরা আজ কাশীপুরে যাচ্ছি, আপনি সেইখানেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন।

বেচা। আচ্ছা তবে এই কথা রইল। দেখ, এসকল কথা এখন মুখুয্যা মহাশয়কে কিছু বলে কাজ নাই।

তারা। আজ্ঞা না, তাঁকে এখন বল্‌বার প্রয়োজন কি ? অনুমতি হয়ত এক্ষণে আসি। (গাত্রোত্থান।)

বেচা। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) চল্লে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, দিনুর চিকিৎসা হচ্চেত ?

তরা! আজ্ঞা সে বিষয়ে উপেক্ষা কর্‌তে পারি?

বেচা। দেখ্‌ছে কে ?

তারা। আমাদেরই ওখানকার, হরপ্রসাদ সেন।

বেচা। বেস হয়েছে, হরপ্রসাদ সেন, একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ বটে।

তারা। তবে আসি (নমস্কার।)

(প্রস্থান।)

বেচা। এখন যাওয়া যাক্ বেলাটাও হয়েছে, ঐ মুখুয্যা মহাশয় আস্‌ছেন না? আহা! ব্রাহ্মণ একেবারে শুকিয়ে গেছেন।

(জয়রামের প্রবেশ।)

আস্‌তে আজ্ঞা হয়, নমস্কার।

জয়! নমস্কার! ফটিক বাবু কোথা ?

বেচা। আজ্ঞা সেত এখন এখানে নাই, কি নিমিত্ত আসা হয়েছিল ?

জয়। আপনাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ কর্‌ব বলে এসেছিলাম, তবে ফটিক এখানে নাই বটে ?

বেচা। আজ্ঞা, না, সে মহলে গেছে। তা, বিষয়টা কি বলুন, না ?

জয়। চাটুয্যা মহাশয়, আমার যদি আজ্ মৃত্যু হয় ত আমি কাল চাই না। আমার যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, বোধ হয়, মানুষের এমন হয় না। মেয়ে গেল, মান গেল, সম্ভ্রম গেল, বাকি আর কিছুই রইল না। আবার এই বৃদ্ধাবস্থায় একটা ব্রহ্মহত্যাও বা করতে হয়।

বেচা। কেন?

জয়। তা বৈকি, দিনুকে ত ফাঁসি দেবে?—— তাকে এখন নিষ্কৃতি দেবার আর কি কোন উপায় নাই?

বেচা। সে যখন পাগল হয়েছে. তখন তার উপায়ত আপনা হতেই হয়েছে।

জয়। সেকি যথার্থ পাগল হয়েছে, আপনার অনুমান হয়?

বেচা। তা নিশ্চয়! পাগল না হলে কি সে কমলকে হত্যা করতে পারে?

জয়। হাঁ, আমার ও তাই বোধ হয়, কিন্তু সে আরাম হলে আবারত বিচার হবে?

বেচা। সে ত আগে আরাম হোক্, তারপর পুনর্ব্বার যখন বিচার হবে, তখন তার উপায় করা যাবে। এখন আপনি আর কোন চিন্তা করবেন না। হাঁ, ভাল কথা, চিন্তা নাকি পালিয়েছে?

জয়। না, পালাবে কেন; সে ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

বেচা। তাকে এখন হাত ছাড়া করাটা ভাল হয় নাই।

জয়। না, তার জন্য কোন চিন্তা নাই, ডেকে পাঠালেই সে আবার আস্‌বে।

বেচা। তবে তাকে শীঘ্রই আনাবেন। তার সাক্ষ্যের উপরই সব নির্ভর কর্‌ছে। দিনুর মরণ বাঁচন তারই হাতে।

জয়। হাঁ, সে শীঘ্রই আস্‌বে।

বেচা। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন। আপনার যদি দিনুকে বাঁচাবার নিতান্ত ইচ্ছা হয়ে থাকে, তার জোগাড় করা যাবে।

জয়। আজ্ঞা হাঁ, ব্রহ্মহত্যাটা যাতে না হয়, সেই-টিই আপনাদের কর্‌তে হবে। বেলা হয়েছে।

বেচা। আজ্ঞা হাঁ, চলুন যাওয়া যাক্‌, ওরে কে আছিস্‌, ঘর খোলা রইল দেখিস্‌?

নেপথ্যে—যে আজ্ঞা।

(সকলের প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য।

কালী-বাড়ী বহিঃপ্রকোষ্ঠ।

(ফটিক একাকী আসীন।)

ফটি। যে জায়গায় এনে ফেলা গেছে, সাত বৎসর ধরে যদি খোঁজে; কার সাধ্য বার কর্তে পারে? ভৈরবপুর আমার জমিদারী, আমারই এ কালীবাড়ী—চারিদিগে জলা ধূ ধূ কর্ছে, মাঝখানে এই গাঁ খানি। এ গ্রামে ভদ্র লোকের বসতি নাই—কেবল এক ঘর ব্রাহ্মণ আছে, তারাও আবার এই ভৈরবেশ্বরীর পূজারী আমারই অনুগত, তাদের দ্বারা কোনই অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য প্রজা, সকলেই ছোট লোক—খেটে খুটে খায়, পড়ে থাকে, পরচর্চ্চার অবসর তাদের নাই—আর দু চারি জন যদিও জান্তে পারে, কমল এখানে আছে; সাধ্য কি, তারা সে কথা প্রকাশ করে? ভজা!

নেপথ্যে—আজ্ঞা যাই।

(ভজার প্রবেশ।)

ফটি। চাঁড়াল বুড়ীকে ডাক্লি?

ভজা। আজ্ঞা হাঁ ডাকা হয়েছে।

ফটি। আচ্ছা, তুই এখন ঐ খানে বস্ গে যা।

ভজা। যেজ্ঞা (কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া উপবেশন।)

ফটি। (স্বগত) কিন্তু একটা অবলা স্ত্রীলোককে কষ্ট দেওয়া কি ভাল হচ্ছে? তা কষ্টইবা কি দিচ্ছি? পরিষ্কার দোতলার ঘরে রেখেছি, সেবার জন্য একজন দাসী নিযুক্ত করে দিয়েছি, পূজারীর ব্রাহ্মণী দুবেলা পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত রেঁদে দিচ্ছে, কোন কাজ করতে হয় না—কষ্টটা কি? তবে সে সর্ব্বদা কাঁদে কেন? দিনের তরে কাঁদে—আরে! দিনের তরে কঁদ্‌লে আমার দয়া হবে কেন? কেন, আমার কর্‌তে কি দিনের চেহারা ভাল? সে না হয় লেখা পড়াই আমার অপেক্ষা একটু বেশী জানে, রসিকতায় সে ত আর আমার সমান নয়। আমি এই বয়সে অনেক স্ত্রী-লোক দেখেছি, কিন্তু এমন বজ্জাৎ, বরাখুরে এক গুঁয়ে মেয়ে মানুষ কখন দেখিনি—একবার যদি মুখ খোলাতে পারি, তা হলে বশ কর্‌তে পারি কি না দেখি? সেটা যে পার্‌ছিনা—আমায় দেখ্‌লেই থর্ থর্ করে কাঁপে আর বুকে, মুখে দশ পুরু কাপড় জড়িয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে কাঁদে, এক এক সময় এমনি রাগ ধরে যে ইচ্ছা করে, তিন লাথি মেরে সেইখানে নিকেশ করে রেখে আসি।

(চাঁড়াল চাঁদীর প্রবেশ।)

চাঁদী। হ্যাদে, তুই মোকে ডাক্‌ছ্যালি?

ফটি! হ্যাঁ, কৈ বুড়ি, তুই কি কর্‌লি?

ভজা। (জনান্তিকে) উঁহু বড় বাবু! ওকে অমন করে, তুই তোকারী কোরনা।

চাঁদী। অঁ্যা কি বল্‌চুস্, শুন্‌তে নার্‌লাম্, ডাগর করে বল্।

ফটি। বলি, এখন ও যে কিছু হলনা?

চাঁদী। হব্যা, হব্যা, সবুরে হব্যা (হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া) গোসাঞি! গোসাঞি!

ফটি। (স্বগত) দেখ্‌তে পাচ্ছি, বেটীর সমস্তই ভণ্ডামী, কেবল ফাঁকি দিয়ে আমার কটা টাকা খেলে, যখন আজ দশ দিনে কিছু কর্‌তে পার্‌লে না, তখন ডাইনীর ছিটে ফোঁটা, তন্ত্র, মন্ত্র, সর্ব্বৈব মিথ্যা। (প্রকাশ্যে) হবে আর কবে? তোর তুক্ তাকে কিছু হল না তবে?

চাঁদী। কি বল্‌চুস্? হলনি, হলনি? হাঃ হাঃ হাঃ (বিকট হাস্য।)

ভজা। কি সর্ব্বনাশ! দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা!

ফটি। কি বুড়ি, তোকে ভূতে পেলে নাকি? অমন করে হাস্‌ছিস্ কেন?

ভজা। বড় বাবু, কর কি?

চাঁদী। হাস্‌বি কেনেরে বাপ্‌ধন, হাস্‌ল্যাম আবার কখন? (পুনর্ব্বার হাস্য।)

ফটি। বুড়ি, তুই ভীমরথি হয়েছিস্ নাকি?

ভজা। তোমার পায়ে পড়ি বড় বাবু, চুপ্ কর, আবার এক কর্‌তে আর হবে ?

চাঁদী। কি, মুই বুড়ী ? কোন্ মোড়াখাকীর পুত্ মোরে বুড়ী বল্ল্যা র‍্যা ? এ তোগার একজনা, বল্ ক্যা মোরে বুড়ী বল্ল্যা বল্ ?

ফটি। না না, থুড়ি, বুড়ী কেন তুই ছুঁড়ী।

চাঁদী। তবে র‍্যা আঁটকুড়ীর পুত্ মুই বুড়ী ? তুই মোক্যা বুড়ী বল্যা তাম্‌সি কর্‌ছুস্ ? দেখ্ তবে, চাঁড়াল চাঁদীর ক্যারামৎটা এক বার দ্যাখ্।

ভজা। বড় বাবু, পেলিয়ে এসগো, পেলিয়ে এস।

ফটি। কেনরে ?

ভজা। ওগো বাবু, আগে পেলিয়ে এস, ঐ দেখ বুড়ী বিড়বিড় করে কি মন্ত্র পড়ছে ?

ফটি। ও বুড়ী কি বকছিস্ ? রাগ করিস্ কেন ? মেয়েমানুষটিকে বশ করে দেনা, তোকে একশ টাকা দেব।

চাঁদী। সে যে তোগার মা রে, ও বেটাখাগীর বেটা।

পরের মাগু মা,
তাকি জানুস্ না।
(উৎকট্ হাস্য এবং বিকটাকার ধারণ)

ভজা। বড় বাবু খেলেগো খেলে, পেলিয়ে এস, ওগো বাবু, সাপ্‌গো সাপ্‌।

ফটি (ত্রস্ত হইয়া) কৈরে কৈ?

ভজা। ঐ যে গো, বুড়ী কোঁচড় থেকে বার করছে।

ফটি। (তফাতে যাইয়া) উঃ তাইত।

চাঁদী। এবার বুড়ী বল্‌না।

যমের বাড়ী চল্‌না।

ফটি। ভজা! আঁস্‌ বঁটিখানা আন্‌ত, বেটীর নাক্ কেটে দি, পাজি নচ্ছার বেটি!

চাঁদী। আমি এই চল্‌লেম্,
যমের হাতে সঁপ্‌লেম্,
তুই করুস্ যার আশা,
সে তোমার পরাণ নাশা,
খুড়ি খুড়ি খুড়ি,
মিলে যাবে সকল কথা,
বলে চাঁদা বুড়ী।

(সক্রোধে প্রস্থান।)

ভজা। কি আপদ্! কি আপদ্ দুর্গা দুর্গা! দুর্গা! কি হবে গা বড় বাবু? আমারত বড় ভয় করছে।

ফটি। হবে আবার কি? কচু হবে, তুই এখন বামুন বাড়ী যা, আমার আহার প্রস্তুত হয়েছে কিনা জেনে আয়, বেলা হয়েছে।

ভজা। আজ্ঞা যাই। তুমি বাবু, অকে অমন করে রাগিয়ে দিলে কেন?

ফটি। ও রাগ্ করেনি, তোর ভয় নাই, এখন তোকে যা বল্লেম, তা কর্। আগে আর্সী, চিরুণী, তেল, তোয়ালে, সব দে দেখি?

ভজা। আজ্ঞা দি।

(প্রস্থান।)

ফটি। এ বেটী নিশ্চয় টাকা কটা ফাঁকি দিলে। বুড়ী বল্লে যদি যথার্থই ক্ষেপে, তাঁ হলে আপনিই আপনাকে বুড়ী বল্‌বে কেন? তা নয় ঐ একটা লতা করে সরে পড়্‌ল দেখ্‌তে পাচ্ছি। ময়নার গুণ গান সকলই মিছে, মনে করেছিল, কখনও ভয় দেখিয়ে, কখন বা মিষ্টি কথা বলে, কোন রূপে কমলকে লওয়াবে, তা বোধ হয় দেখ্‌লে কিছুতেই কিছু হল না। তা যাই হোক্. আবার ডাইনীকে এক সময় ডাকাতে হবে, সহজে ছাড়া হবে না।

(ভজার পুনঃপ্রবেশ।)

ভজা। এই নাও বড় বাবু, আমি তবে চল্‌লেম।

ফটি। হাঁ তুই যা, চট্‌করে ফিরে আসিস্।

(ভজার প্রস্থান।)

দেখি একবার, মুখখানা কি রকম হয়ে রয়েছে? আজ কদিনত চুলট আঁচড়ানই হয়নি, (আর্সী খুলিয়া

চুল ঝাড়িয়া গোঁপে তা দিতে দিতে) কমলের কি পসন্দ এমন কার্ত্তিককে মনে ধর্‌লনা; অঁ্যা ? আচ্ছা! আমিও নাছোড়বান্দা দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় মরে। এখন চিন্তেকে ত সরিয়ে দেওয়া গেছে, দিনে বেটাও পাগল হয়েছে, কণ্টকের মধ্যে কেবল জয়রাম আছে, তা সেও আর কদিন বাঁচ্বে ? বামুন যে রকম জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়েছে, বোধ হয় আর দুএক মাসের মধ্যেই কাজ নিকেশ হবে। তারপর কমলকে একবার বশ করে নিতে পারলেই, আর আমার কে কি কর্‌তে পার্‌বে ? বাবা, আমি রুমের ইতিহাসে পড়েছি, যুবা পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের মন হরণ কর্‌তে কদিন লাগে ? কেমন, সেবাইন সুন্দরীরা আর ফিরে যেতে চেয়েছিল ? আমি শীঘ্র না পারি, কিছুদিন বিলম্বেওত কমলকে বশীভূত কর্‌তে পার্‌ব। হতাশ হব কেন ? ছেলেবেলা কি একখানা ইংরেজী কেতাবে পড়েছিলাম, তার মানেটা এই রকম—"আবার, আবার, আবার চেষ্টা কর" আমি তাই করব। ছাড়া হবে না বাবা, যাই এখন নাইতে যাই।

(প্রস্থান।)

তৃতীয়াঙ্ক চতুর্থদৃশ্য।

কাশীপুর তারানাথের উদ্যান।

(দিননাথের প্রবেশ।)

দিন। রাবণ করিল চুরি শ্রীরামের সীতা,
যবন করিল চুরি বাল্মীকির গাতা।
তা ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা

গীত।

ও এবার হনু বসে আছে সাগরের পারে,
সে সব করিতে পারে,
দেশের রাজেন্দ্র মানে পরাজয় তারে,
তার বিচার চমৎকার,
ও ভাই শুন সমাচার,
চোরকে বলে সাধু সেটা,
ঋষির দফা সারে।

কি অহঙ্কার! আমি বিদ্যমান থাকিতে ঋষির অবমাননা, ভারতের অগৌরব! জানেনা যে আমি ভরতের পিতা? অঁ্যা, আমি তবে মহারাজ দুষ্মন্ত, এই সেই কণ্বমুনির তপোবন আহা! কি শোভা।

পবন পরশে সরোবর জল।
উথলি উঠিছে করি ঢল ঢল।
খেলিছে লহরী, নাচিছে কমল—কমল?

কৈ কমল? আমার শকুন্তলা কোথা? এখন যাই, আর এ প্রিয়াশূন্য লতা মণ্ডপে অবস্থানে ফল কি?

এঁরা দুজন এদিকে কে আস্‌ছেন? বোধ হয় বন-দেবতা।

(কিঞ্চিদ্দূরে তারানাথ ও কুমুদিনীর প্রবেশ।)

কুমু। এইখানে একটু লুকিয়ে দাঁড়াই এস, দেখি ও কি করে?

(উভয়ের প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান।)

দিন। বা! এঁরা অন্তর্ধান হলেন নাকি? আরে আবার মধুস্বরে এ গান করে কে? হ্যাঁ বুঝেছি, কমল! আরে, কমল আবার কে, আকাশ পথে শকুন্তলা গান করছেন। গাও প্রিয়ে গাও, তারস্বরে গাও, হৃদয় আমার দ্রব হয়ে যাক্। আহা কোকিলা নীরব হল যে? একটি ডালে দুটি পাপিয়া বসেছিল, একটি গান করে উড়েগেল, আর একটি এখনও আছে; সে কে? সে আমি, অ্যাঁ আমি পাপিয়া? না, আমার মন পাপিয়া! ওরে মন পাপিয়া? কেন? একটি গান করত ভাই? শুন তবে গাই।

গীত।

মঞ্জুল মুঞ্জরে, ভ্রমর গুঞ্জরে,
নিকুঞ্জে কোকিল গায়,
নির্ঝর ঝর্ঝর, পল্লব মর্ম্মর,
সুমন্দ মলয় বায়।
শ্রবণ বিনোদন, বীণার বাদন,
তাবৎ ঝঞ্ঝনা প্রায়।

কামিনী-কোমল-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত
মোহন গীত তুলনায়।

(কুমদিনী ও তারানাথের পুনঃপ্রবেশ।)

কুমু। কি সুন্দর গান! কি সুন্দর গলা? এমন লোকও পাগল হল?

তারা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, দিনুকে দেখ্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

দিন। এই যে বনদেবতারা আবার এই দিগে আস্‌ছেন। আস্‌তে আজ্ঞা হয়! প্রণাম হই।

তারা। আহা! বিদ্বান ব্যক্তির বাতুলতাও কি মনোহর?

কুমু। (দিনুর প্রতি) তুমি এখানে একলাটি কি কর্‌ছ?

দিন। আরে প্রিয়ম্বদে! এস এস প্রিয়সখি এস। আজ্ যে একাকিনী তপোবনে ভ্রমণ কর্‌ছ? কৈ তোমার সহচরী শকুন্তলা কোথায়? আমার কমল কোথা? কমল! আঁ্যা, না, শকুন্তলা?

কুমু। আহা! পাগল হয়েছে, তবু কমলকে ভুল্‌তে পারেনি? তার সঙ্গে বে হলে, বোধ হয়, আরাম হতে পারে? কেমন?

তারা। হাঁ সম্ভাবনা বটে।

কুমু। আহা! কমল, কোথা রৈলে! একলাটি গুম্‌রে গুম্‌রে কতই কাঁদছ, কতই ভাবছ, আহা! তোমার অদৃষ্টে এত দুঃখ ছিল?

তারা। কমল্‌কে আজ্‌ আমরা আন্‌তে যাব।

কুমু। অ্যাঁ, কমল্‌ তবে আস্‌বে? একথা শুন্‌লেও আহ্লাদ হয়।

দিন। প্রিয়ম্বদে! প্রিয়সখি! তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

কুমু। কেন? রাগ কর্‌ব কেন?

দিন। হ্যাঁ তুমি রাগ করেছ, হ্যাঁ তুমি রাগ করেছ! এই যে বয়স্য মাধব্য! ভাল আছ ত?

তারা। মহারাজ! পিণ্ড খর্জ্জূরের আস্বাদটা কি একেবারে ভুলে গেলেন? তেঁতুলে কি এখনও অরুচি হয় নাই? নগরে কি আর ফিরে যাবেন না?

দিন। প্রিয় বয়স্য! শকুন্তলা লাবণ্য-ললাম, সে অমূল্য ভূষণ হৃদয়ে ধারণ না করে, আর সিংহাসনে বস্‌তে ইচ্ছা নাই। তুমি যাও, আমি এই বন বাসেই কাল কাটাব

তারা। মহারাজ! আপনাকে আমি কখনই পরিত্যাগ করে যাবনা

দিন। কি? যাবিনি, যাবিনি? দেখবি তবে? আরে, কৈ আমার ধনুর্ব্বাণ কোথা গেল? তুই চুরি করেছিস্‌, দে, বল্‌ছি দে।

তারা। আচ্ছা আগে তুমি একটা গান গাও তবে দেব।

দিন। গান গাইব? না—তারানাথ!

তারা। কি?

দিন। বলি কি—বাঁদর দেখে কেনা হাসে, লঙ্কার ধোঁয়ে কেনা কাসে? অ্যাঁঃ?

তারা। এখন এস, ঘরে চল।

দিন। আগে আমার ধনুখানি দাও।

তারা। এস, আমার সঙ্গে এস দিইগে।

দিন। না, আগে তুমি দাও, তবে আমি যাব।

তারা। বাড়ীতে আছে, এখানে কোথা পাব?

দিন। তবে দেবে, সত্য বল্‌ছ?

তারা। হাঁ দেব।

কুমু। মহারাজ! আসুন বেলা হয়েছে।

দিন। প্রিয়সখি! তোমার সুকোমল কণ্ঠ-বিনিঃসৃত মধুর কথাতেই, আমার যথেষ্ট সৎকার হয়েছে।

কুমু। না না, সে কি কথা? আপনি আসুন।

দিন। তবে চল।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থাঙ্ক—প্রথম দৃশ্য।

(কমলিনীর প্রবেশ।)

কম। এই যে, বেলা গেছে, কোথাও আর রৌদ্র নাই; মাঠ থেকে বেস ফুর্ ফুর্ করে বাতাস আস্‌ছে—এইবার এই জানালাটার একটু বসি (উপবেশন) সেখানে এমনি সন্ধ্যার সময়, কুমুদ আর আমি আমাদের ছাদে বসে থাক্‌তেম, আর অমনি তর কত পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যেত। পাখী জন্ম বেস্, মনে কর্‌লেই কত দেশ দেশান্তরে যাওয়া যায়, আহা, আমি যদি পাখী হতেম! (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) যা হবার নয় সে আশা আর করি কেন? আমি কি আর সেখানে যেতে পাব? এমন দিন কি আমার হবে? (নয়ন মুছিয়া) মা, হয়ত আমার তরে, কত কাঁদ্‌ছেন, বাবা কত গালাগালি দিচ্ছেন, আর দিনু কি মনে কর্‌ছে? সে হয় ত আমায় কত ঘৃণা কর্‌ছে, দিনু! দিনু! আঃ দিনু! এ জন্মে আর কি তোমায় দেখ্‌তে পাব? মা কালী কি এত নিদয়া হবেন যে, আর আমি তাকে দেখ্‌তে পাব না—আর আমি বাড়ী যেতে পাব না? কিন্তু সেখানে গেলে আমার কি দশা হবে? দিনু কি আর ভাল করে আমার সঙ্গে কথা কবে? না, তা কবে বৈকি, না হয় আমি

তার পায়ে হাত দে দিব্বি গালব, সকল কথা তাকে ভেঙ্গে বল্‌ব, তা হলেত সে সব বুঝ্‌তে পার্‌বে, দিনু ত আমার কথা কখন অবিশ্বাস করে না। সে যা হোক্ এখন এর হাত থেকে এড়াতে পারি তবেই ত! যে দিন কালামুখো আমার গায়ে হাত দেবে, সে দিন হয় আপনি মর্‌ব, নয় তাকে মার্‌ব, আমি যদি বামণের মেয়ে হই এ দুইয়ের এক কর্‌বই কর্‌ব। (নেপথ্যে পদ বিক্ষেপ শব্দ) ঐ বুঝি মুখপোড়া আবার জ্বালাতন কর্‌তে আস্‌ছে, (গাত্রোত্থান) কি হবে মা, কোথা যাব মা! (ফটিকচন্দ্রের প্রবেশ ও কমলিনীর অন্তরালে যাইয়া অবস্থান)

ফটি। তাই ত, এ গেল কোথা? ইস্ হঠাৎ মেঘটা করে, ভারি অন্ধকার হোল যে—আগে প্রদীপটা জ্বালি (প্রদীপ জ্বালিয়া) কোথা গো গিন্নি? কোথা লুকালে? হায়! হায়! তুমি আবার উত্তর দেবে, এমন দিন আমার হবে? রোস আমিই তোমায় খুঁজে বার কর্‌ছি—মন্দকি! এ বয়েসে না হয় আবার একবার লুকাচুরি খেলা যাক্ (ফটিকের ইতস্ততঃ অন্বেষণ করণ)

কম। (কাঁপিতে কাঁপিতে সরোদনে) ওগো তুমি আর এগিয়ে এস না, তোমার পায়ে পড়ি,

আমায় তুমি ছুঁইওনা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আমায় ছুঁইওনা। (পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে যাইয়া অবস্থান)

ফটি। আচ্ছা, তোমায় আমি ছোঁবনা, কিন্তু যা বলি তার উত্তর দেবে কি না বল?

কম। (নিরুত্তরে রোদন)

ফটি। কাঁদ কেন? তোমার ভয় কি? আমি তোমায় এত ভাল বাসি—প্রাণের সহিত ভাল বাসি, আমার কাছে তোমার ভয় কি, লজ্জা কি? আমার ত কোন মন্দ অভিপ্রায় নাই। তোমায় বিবাহ কর্‌ব, তোমায় নিয়ে ঘর কর্‌ব, এই আমার ইচ্ছা।

কম। নাগো, আমায় ক্ষমা কর গো।

ফটি। কেন? এক গা গহনা পরিয়ে তোমায় বাড়ী পাঠিয়ে দেব, পাড়ার লোকে দেখে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাক্‌বে। আর তোমার মা তোমায় কত আদর কর্‌বে, সে ভাল নয়?

কম। না গো, তুমি এখান থেকে যাও, তোমায় দেখ্‌লে আমার বড় ভয় করে, গো!

এটি। কি বল্লি? আমায় দেখ্‌লে তোর ভয় করে? কেন আমি ভূত না পেরেত? আয় বল্‌চি বেরিয়ে আয়।

কম। (সরোদনে) না গো, আমি যাব না, গো তুমি আর আমায় যাতনা দিও না গো। আমি যে আর সইতে পারি না গো মা!

ফটি। উঁঃ, কিছুই যেন জানেন্ না, বড় সতী।

কম। (তার স্বরে রোদন করিতে করিতে) মাগো তোমার কমলের দশা একবার দেখে যাও গো মা! আমায় এসে বাঁচাও গো মা!

ফটি। আর কাঁদ্‌তে হবে না, তোর পান্‌শে চোকের জলে শর্ম্মা আর ভিজেন্ না। (কমলিনীকে ধরিতে অগ্রসর হওন এবং কমলিনীর পর্য্যঙ্কোপরি উত্থান)।

ফটি। আমি যেন আর, ওখানে যেতে জানি না।

কম। (কোমরে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে) আয় দেখি তোর কত বড় স্পর্দ্ধা, ছোঁ দেখি একবার!

ফটি। ইস্ তাইত ভয়ে যে একেবারে মরে গেলেম! (পর্য্যঙ্কোপরি উত্থান) চোক্ দে যে আগুন বেরুচ্ছে দেখ্‌তে পাই, ভস্ম কর্‌বে না কি?

কম। (সরিয়া বসিয়া) এখনও বল্‌ছি তুই নেমে যা, তুই দূর হ, ঘরথেকে দূর হয়ে যা।

ফটি। আগে একবার নিকট হই, তার পর না হয় দূর হব এখন (অগ্রসর হওন)

কম। (উপাধানতল হইতে খড়্গ বহিষ্করণ পূর্ব্বক) তবে রে আটকুড়ীর বেটা।

ফটি। উঃ বাপ্ (লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান)।

কম। পালাবি কোথা (লম্ফপ্রদানে পশ্চাদ্ধাবন)।

চতুর্থাঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য।

কালীবাড়ী বহিঃপ্রকোষ্ঠ।

(ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত ভজা একাকী আসীন)

ভজা। উঃ কি ঝড়! কি বৃষ্টি! আকাশটা আজ ভেঙ্গে পড়বে নাকি? ইস্, একি মেঘের ডাক্? বাপ্! একটু সরে শুই—শেষে বিদেশে এসে কি বজ্রাঘাতে মরব? কি অন্ধকার! কোলের মানুষটি দেখা যায়না যে, এ বাড়ীতে শুনেছি ভূত আছে, তা থাকলই বা, তাঁরা কোথা না আছেন? আমিত আর তাঁদের কোন অপরাধ করিনি, তবে আমার ভয় কি? এইবার ঘুমুই ঘুমব, অ্যাঁ? আর অমনি যদি গলা টিপে ধরে? তবেইত গেছি—না ঘুমব না—মুড়ি সুড়ি দে, চুপ করে পড়ে থাকি।

(খোনা সর্দ্দারের প্রবেশ।)

ভজা। (মৃদুস্বরে ও বাবা! এটা একটা কি এলরে! এইবার সেরেছে—রাম, রাম! রাম!

খোনা। দেঁখ দেঁখি এঁই ঝঁড় ঝাঁপটা—এঁখন আঁলো জ্বাঁলি কেঁমন কঁরে? ওঁদের কিঁ, ওঁরাতো হুঁকুম কঁরে বঁস্‌লেন, তাঁর পঁর মঁর শাঁলা তুঁই (চক্‌মকি ঠুকিয়া টিকা ধরাইতে ধরাইতে) আঁগেত বেঁস্ কঁরে এঁক ছিলাম তুঁরিতানন্দ—শঁরীরটে আঁগে গঁরম

নাঁ কঁরে, অাঁর কোঁন কাঁজ নঁয়। আঁঃ হাঁত পাঁ গুঁণ এঁকেবারে সিঁটিয়ে গেঁছে।

ভজা। না এ ত ভূত নয়, ভূতে কি তামুক খায়? আর যদিই খায় কে দেখ্‌তে গেছে? তাদের অনস্তু নীলে। এ ভূতই বটে, তা না হলে, এমন করে কথা কইবে কেন? খাও বাবা, খাও, তামুক খাও।

খোনা। কেঁরে? এঁটা এঁখানে কেঁ বিঁড় বিঁড় কঁর্‌তে লেঁগেছে হঁ্যা?

ভজা। না বাবা, তুমি স্বচ্ছন্দে খাও, অপরাধ নিওনি বাবা, আমি একটি পাশে পড়ে আছি।

খোনা। (স্বগত) আঁঃ মোঁল, এঁ বেঁটা কেঁরে? বোঁধ হঁয় কোঁন রাঁহী ঝঁড় বৃঁষ্টিতে এঁখানে এঁসে পঁড়ে আঁছে, আঁমায় দেঁখে ভঁয় পেঁয়েছে, তঁবে এঁকটু মঁজা কঁরা যাঁক, আঁর সঁঙ্গে যঁদি কিঁছু থাঁকে তাঁও এঁকবার নেঁড়ে চেঁড়ে দেঁখি (প্রকাশ্যে) অ্যাঁ, কি বঁল্লি? কেঁ তুঁই?

ভজা। গরিব লোক বাবা, তোমাদের আশ্রয়ে পড়ে আছি।

খোনা। তোঁর এঁত বঁড় বুঁকের পাঁটা, এঁই রাঁত্রি বেঁলা তুঁই মাঁয়ের বাঁড়ীতে ঢুঁকিস? তুঁই চোঁর, চুঁরি কঁর্‌তে এঁসেছিস্।

ভজা। না বাবা, আমি চোর নই, দোহাই বাবা, আমি চোর নই।

খোনা। তঁবে কেঁ তুঁই বঁল্?

ভজা। আমি বাবা, অপরাধ লিওনি বাবা—

খোনা। আঁরে এঁকশ বাঁর বাঁবা বাঁবা কিঁরে বেঁটা, ফেঁর যঁদি বাঁবাবঁল্বি, তোঁর ঘাঁড় ভেঁঙ্গে ফেঁল্ব।

ভজা। না বাবা, বাবা লই, আমি ভজা, বড় বাবুর খানসমা, বাবা!

খোনা। (স্বগত) তঁবে আঁর কিঁছু হঁল না, বাঁবুর সঁঙ্গে এঁসেছে এঁবেঁটার কাঁছে আঁর আঁছে কি? (প্রকাশ্যে) কোঁথা তোঁর বঁড় বাঁবু, বঁল?

ভজা। বড় বাবু সেই ভিতর বাড়ীতে শুয়ে আছে, তাঁকেও কিছু বোলনি বাবা।

খোনা। (স্বগত) এঁখানে আঁর মঁশালটা জ্বাঁল্ব নাঁ বেঁটা গোঁলমাল কঁর্বে বেঁটাকে শিঁকল দেঁ রেঁখে যাঁই। এঁখন নাঁ বেঁরুতে পাঁরে। (প্রকাশ্যে) কেঁন তোঁর বঁড় বাঁবু এখাঁনে এঁসেছে?

ভজা। মর্তে এসেছে বাবা, মর্তে এসেছে, তোমাদের অগোচর কি আছে বাবা?

খোনা। আঁচ্ছা তঁবে তুঁই থাঁক।

ভজা। যাও বাবা যাও, রাম। রাম। রাম।

খোনা। অঁ্যা তুঁই ওঁনাম কঁর্লি কেঁন? তুঁই ওঁ নাঁম কঁরলি কেঁন?

ভজা। অপরাধ হয়েছে বাবা, এই নাকে কানে খত দিচ্ছি, রাম নাম আর কখনও মুখে আন্‌ব না বাবা।

খোনা। আঁরে ফেঁর ঐঁ নাঁম? ফেঁর ঐঁ নাঁম।

ভজা। না বাবা, তুমি যাও ঘাট হয়েছে বাবা।

খোনা। হুঁ, কাঁলী কাঁলী বঁল বেঁটা, মাঁয়ের নাঁম কঁর।

ভজা। তাই বল্‌ছি বাবা, কালী, কালী, কেমন বাবা হয়েছেত? যাও তুমি এখন যাও।

(দ্বার রুদ্ধ করিয়া খোনার প্রস্থান!)

চতুর্থাঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য।

কালীবাড়ী অপর প্রকোষ্ঠ।

(তারানাথ, বেচারাম, ও ভীমের প্রবেশ।)

তারা। কি ভয়ানক রাত্রি!

বেচা। দেখেছ, কোথাও আর একটি নক্ষত্র নাই, কেবল মেঘের উপর মেঘ, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুৎ, আকাশের কি ভয়ঙ্কর আকারই হয়েছে।

তারা। সে যা হোক্, একে যে এখন পেলে হয়, এই বাড়ীতেই আছে, কেমন মহাশয়?

বেচা। তার আর সন্দেহ আছে ?

তারা। তবে আসুন, আর বিলম্বে কাজ নাই, খোঁজা যাক্। ওরে দেখ্ দেখি, এ বেটা এখনও আসছেনা কেন ? একটা আলো জ্বাল্তে এক ঘন্টা যায় না কি ?

ভীম। রোসো, ঠাকুর, তাড়াতাড়ি কর্‌লে কি হবে, এই দুর্যোগ, যোগাড় করে আগুণ ধরাবে, মশাল্ জ্বাল্বে, তবেত আস্‌বে।

বেচা। ওহে তারানাথ, কিছু শুন্তে পাচ্ছ ?

তারা। কৈ না। ওত কেবল বাতাসের শব্দ হচ্ছে।

ভীম। ও কিছু নয় মশাই, ও অমন কত শব্দ হয়, এ বাড়ীটি কেমন ?

তারা। কেন, ভূত আছে না কি ?

ভীম। সে কথায় আর কাজ কি মশাই, তাঁরা কোথা না আছে।

বেচা। না হে, এ ত বাতাসের শব্দ বোধ হয় না, ভাল করে শুন দেখি।

তারা। (শ্রবণাভিনয় করিয়া) হাঁ, মহাশয়, কে যেন গোংরাচ্ছে বোধ হয় না ?

ভীম। আমি শুনেছি মশাই, এ বাড়ীতে একজনা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেল, সে নাকি ভূত হয়ে আছে।

(খোনা সর্দ্দারের প্রবেশ)

তারা। এই যে আলো এনেছে, এত দেরি কেন্ রে ?

খোনা। মশাঁইতো বঁল্‌লেন গোঁ, ছুঁর্য্যোগটা কেঁমন ?

তারা। তবে আসুন মহাশয় (খোনার প্রতি) তুই আগে আগে চল্।

(সকলের অগ্রসর হওন)

খোনা। চঁলুন মঁশাই।

বেচা। ওটা ওখানে কি পড়ে রয়েছে হে ? (খোনার প্রতি) ওরে দাঁড়া।

ভীম। তাইতো মশাই লড়ে যে গো।

তারা। মহাশয়! একটা মানুষ যে, ঐ যে গোঁ ২ কর্‌ছে।

ভীম। আরে, নাগো ঠাকুর মানুষ নয়।

তারা। হ্যাঁ, মানুষ নয়, তবে ওটা ভূত, না ? (খোনার প্রতি) তুই আর একটু এগিয়ে যা দেখি ?

খোনা। নাঁ মঁশাই তাঁ আঁমি পাঁর্‌বোনা।

তারা। তুমি বেটা এম্‌নি করে সর্দ্দারী কর, কেবল ফাঁকি দিয়ে আমার টাকা খাও।

খোনা। এঁ কেঁমন কঁথা বঁল মঁশাই। মাঁইনে খাঁই বঁলে বাঁঘের মুঁখে যাঁবো নাঁকি ?

তারা। দে, দে, আর কথায় কাজ নাই (মশাল্ লইয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া) ও মহাশয়, ফটিক্ যে ?

বেচা। অ্যাঁ, সে কি ? কি সর্ব্বনাশ।

ফটিক। (বদনে বস্ত্র প্রদান)

তারা। ও কালামুখ আর ঢাকা কেন ?

বেচা। কি হয়েছে ফটিক্, এখানে পড়ে কেন ?

ভীম। ইস মশাই, পাটা যে আর লাই গো।

খোনা। তাঁইতো রঁক্তে যেঁ ঢেঁউ খেঁলাচ্ছে।

বেচা। বেস্ হয়েছে, বেস্ হয়েছে, যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল হয়েছে (ভীমের প্রতি) ওরে এই চাদর খানা ছিঁড়ে, জল দিয়ে ভিজিয়ে আন্ দেখি।

ভীম। দাও মশাই, দাও, আহা ! কে এমন করে চোট্ মার্‌লে গা ?

বেচা। আরে, তুই যানা, যা বল্লুম তা আগে কর্ না।

(ভীমের প্রস্থান)

বেচা। ফটিক্ ! ফটিক্ !!

ফটিক। খুড় ! আমায় মেরে ফেল, আমায় কেটে, ফেল !

বেচা। আঃ কুলাঙ্গার ! তুই কোন্ সাহসে মর্‌তে-চাস্ ? তোর্ মনে একটু ভয় হয় না ?

ফটি। খুড়! আমি আর লোকের কাছে মুখ দেখাতে পার্‌বোনা।

তারা। কেন, ঠ্যাংটী গেছে বলে না কি?

ফটি। চুপ র্‌ও শূকর!

বেচা। আরে পাজি! মরে যেন লোকলজ্জাই এড়ালি, সেখানে সেই পরম ন্যায়বান্ জগদীশ্বরের গম্ভীর সমক্ষে কেমন করে দাঁড়াবি বল্ দেখি? সেখানে গিয়ে কি জবাব দিবি? পাপাত্মা ভেবে দেখ, তখন তোর্ কি দশা হবে? তুই যে পাপ করেছিস্, তার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

ফটি। বেচুখুড়! তুষানল আমার প্রায়শ্চিত্ত! শীঘ্র আমার এপাপের শরীর দগ্ধ কর, আমায় নিস্তার কর।

বেচা। সতীর চক্ষের জল, কখনই বিফল হবার নয়, কমলিনীর কপোলবাহিনী মুক্তাধারাই তোর কাল ভুজঙ্গিনী, পাপাত্মা! ইহলোকে পরলোকে তোর্ নিস্তার নাই, তুষানলে কেবল শরীর দগ্ধ হবে, তোর্ আত্মার নিস্তার নাই।

ফটি। খুড়! আমায় মাপ কর, আর বাক্য যন্ত্রণা দিওনা। আমার অন্তর্দাহ হচ্ছে।

বেচা। হাঁ, তাই আমি চাই, মনের তুষানল ব্যতীত পাপ দগ্ধ হয় না, অনুতাপ, প্রকৃত অনুতাপই

মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত। (তারানাথের প্রতি) তারানাথ বাবু! তুমি তোমার খোনা সর্দ্দারকে নিয়ে, কমলের অনুসন্ধান কর। বড় জলের ছাট্ আস্‌ছে, আমি ফটিক্‌কে এখান থেকে লয়ে যাই। এই যে ভীমও এসেছে।

(ভীমের প্রবেশ)।

ভীম। এই নাও মশাই।

বেচা। দে, তুই ফটিক্‌কে পাঁজা কোলা করে নে চল।

ভীম। কোথা যেতে হবে মশাই?

বেচা। আমার সঙ্গে আয়।

(ফটিক্‌কে লইয়া বেচারাম ও ভীমের প্রস্থান)।

তারা। কমল, বোধ হয়, এই ঘরেই আছে, (খোনার প্রতি) দোরটা ঠেল দেখি।

খোনা। নাঁ মঁশাই, দঁরজা বঁন্ধ রঁয়েছে।

তারা। জোরে ধাক্কা মার্‌না।

খোনা। (ধাক্কা মারিয়া) এঁ খোঁলা যাঁবে কেঁন মঁশাই? খিঁল দেঁওয়া রঁয়েছে যেঁ।

তারা। আচ্ছা তুই সর্ (পদাঘাতে কপাট উদ্ঘাটন)

নেপথ্য। অ্যাঁ, আবার গায়ে হাত দিতে আস্‌ছিস্?

(রক্তাক্ত খড়্গহস্তে ভয়ঙ্কর বেশে কমলিনীর প্রবেশ)

কম। আয়, কে আস্‌বি আয়! আয় দেখি, এইবার।

তারা। ওকি! অ্যাঁ, একি ব্যাপার!

কম। কে তুই?

খোনা। সেঁকি ঠাঁকরুণ্, চিঁন্‌তে পাঁর্‌ছ না।

তারা। কি ঠাকুরঝি, একি বেশ তোমার?

কম। কে? তারানাথ? (স্তব্ধ ভাবে অবস্থান ও কম্পন)

তারা। নে, তুই খাড়া খানা এই বার হাত থেকে কেড়ে নে।

(হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণ ও কমলিনীর মূর্চ্ছা)

পঞ্চমাঙ্ক প্রথম দৃশ্য।

কাশীপুর তারানাথের অন্তঃপুরের দালান।

(কমলিনী ও কুমুদিনীর প্রবেশ।)

কুমু। কমল! হাস্‌না ভাই, আমার মাথা খাস্ একবার হাস্।

কম। হ্যাঁলা, আমি যদি হাস্‌ব! তবে কাঁদ্‌বে কে বল্ দেখি?

কুমু। কেন? তোমার সেই শত্রুর মা।

কম। ছি! ছি! নানা কুমুদ! পৃথিবীতে আমার মত কেউ যেন কাঁদেনা, আমি অতি অভাগিনী।

কুমু। কে বলেরে অভাগিনী! তুমি আমার সোহাগিনী।

কম। নে কুমুদ আর জ্বালাস্‌নি।

কুমু। কেন্‌লো জ্বালাবনা! তবে তোকে কি কর্‌তে এখানে আন্‌লেম?

কম। কি বলিস্‌ ভাই তুই!

কুমু। সত্যি বল্‌ছি আমি জ্বালাব।

কম। কেন? আমি তোর কি করিছি?

কুমু।

* জ্বালাইয়ে প্রেমের বাতি, ধর্‌ব রাধার আঁধার মনে।
তাই বলি প্রান-সজনি, হাস একটু চাঁদ-বদনে॥

কমল। মরণ আর্‌কি, রকম দেখ্‌!

কুমু। মধুর ঈষদহাসি,
আমি বড় ভাল বাসি,
নির্ম্মল কৌমুদি রাশি তব চারু চন্দ্রাননে।
(পুনঃ জ্বালাইয়া প্রেমের বাতি ইত্যাদি।

কমল। তোর কি ভাই, এখন তামাসার সময় পড়্‌ল?

কুমু। তুই হাস্‌বিনি! একান্তই হাস্‌বিনি! তবে একটা গান কর, বিরহে গানই ভাল লাগে, না?

কম। আশাবতী বিরহিনী,
গান করে বিনোদিনী,
নিরাশ বিষাদে লোক নীরব কেবল,

---

* রাগিণী বেহাগ তাল আড়া খেমটা।

নানা রঙ্গে বাজি পুড়ে,
শব্দ করে শূন্যে উড়ে,
গুমে গুমে দহে খর তুষের অনল।

শুন্‌লি ভাই, তোতে আমাতে ঢের তফাৎ, আমার কি ভাই আর গান্ টান্ ভাল লাগে!

কুমু। কেন প্রাণটা বুঝি বড় হান্ টান্ করছে? তোকে একটা গাইতেই হবে।

কম। তোর যে ভারি আমোদ দেখ্‌তে পাই, শ্বশুর বাড়ী এসে তুই যেন কি হয়েছিস্!

কুমু। তোর ও শ্বশুর বাড়ী করে দিচ্ছি এই, ভাবনা কি?

গীত।

রাগিণী কালাংড়া তাল একতালা।

অচিরে পোহাবে দুঃখ যামিনী তোমার,
সুভাগিনি! সুখ-রবি উদিবে আবার,
কমলিনি ধৈর্য্য ধর,
মিলাইব নটবর,
কুমুদিনী দূতী তব চিন্তা কিসো আর॥

কম। তুই ভাই এখন নেক্‌রা ভেক্‌রা রাখ্! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি? আমায় কি আর বাড়ীতে নে যাবে না?

কুমু। কেন ভাই, তুমি কি পরের বাড়ীতে আছ? তবে তুমি আমায় ভিন্ন ভাব, এই কি ভাই তোমার ভালবাসা?

কম। তুই আর আমায় ধম্‌কাস্‌নি বল্‌ছি, আমি এখনই কাঁদ্‌ব?

কুমু। নানা সোণা-মণি আমার কেঁদনা, চুপ কর, তোমার তরে মনোরঞ্জন এনে রেখেছি, দেব এখন, পেলেইত হল?

কম। দূর হ বালাই, আমি এখান থেকে যাই, তুই নিতান্ত জ্বালাতন কর্‌লি (গমনোদ্যতা।)

কুমু। (কমলের হস্তধারণ পূর্ব্বক) নানা, বো্‌সনা, আমার মাথা খাস্‌ বোস্‌, মাইরি আর কিছু বল্‌ব না।

কম। কিন্তু ভাই, এবার তামাসা কর্‌লে, সত্যি আমি পালিয়ে যাব।

কুমু। পালাবার জো নাই দিদি! পালাবে কোথা! যে শিকল এনে রেখেছি—দূরহকৃগে আর কাজ নাই, তুই এখন কি বল্‌ছিলি বল্‌ দেখি?

কম। তুই এখানে এসেছিস্‌, কত দিন?

কুমু। আমি এই দিন দশ হল এসেছি।

কম। হ্যাঁলা, মা আমার তরে কাঁদে।

কুমু। সে ভাই অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে, সে সব কথা তোর আর এখন শুনে কাজ নাই।

কম। কেন, কি হয়েছে বল্‌না? সবাই ভাল আছেত?

কুমু। তা, সকলে ভাল আছে, কেবল এক জন ছাড়া।

কম। কে?

কুমু! দিনু।

কম। মরণ আর্‌ কি।

কুমু। মাইরি বল্‌ছি, তোর তরে সে ভেবে ভেবে পাগল হয়েছে।

কম। রোস্‌, তারানাথ আসুক্‌, তুই যেমন এলো-মেলো বক্‌ছিস্‌, তোকেই পাগলা গারদে পাঠাচ্ছি।

কুমু। তা নাহয় পাঠাস্‌, তার আর কি? এখন একবার ভাই তোর সেই কালীমূর্ত্তি খানি দেখানা! একখানা খাড়া এনে দেব? (হাস্য)

কম। আবার দুষ্টুমি।

কুমু। না, মাইরি ভাই, তামাসা করিনি, তোর সেই মূর্ত্তিখানি দেখ্‌তে আমার বড় সাধ যায়। মিন্‌-ষেকে একেবারে দুখানা করে কেটে ফেল্‌তে পার্‌-লিনি।

কম। তুই ভাই সে কথা আর তুলিস্‌নি, আমার ভয় করে।

কুমু। হ্যাঁলা, সে কালামুখো কখনও তোর গায়ে হাত দিয়েছিল ?

কম। গায়ে হাত দেবে, তার এত বড় সাধ্যি ? তেমন মেয়ে কমল নয়, গোক্ষুরা সাপ এদিগে মাথাটি হেঁট করে, সুড় সুড় করে একটি পাশদে চলে যায়, কিন্তু তাকে ঘাঁটালেই আপনার বিক্রম দেখায়, সে আমার গায়ে হাত দেবে !

কুমু। আচ্ছা ভাই ! তুই সেখানে খাড়া কোথা পেলি ?

কম। কেন, কালীর মন্দিরে একখানা ছোট পাঁটা কাটা খাড়া ছিল, সেইখানা এক দিন চুপি চুপি এনে লুকিয়ে রেখে ছিলেম। মনে করে ছিলেম, আপনারই গলায় দেব। আবার ভাব্‌লেম, না, তা কেন কর্‌ব ? আত্মহত্যা মহাপাপ ! যদি তেমন তেমন দেখি, তাকেই কাট্‌ব।

কুমু। তা সে বেস্ বুদ্ধির কাজ করে ছিলি।

(বিনোদিনীর প্রবেশ।)

বিনো। বৌ ! কাপড় কাচ্‌তে যাবে না ?

কুমু। তুই এর মধ্যে সব ঠিক্ ঠাক্ করে এসেছিস্ নাকি ?

বিনো। অনেকক্ষণ।

কম। আচ্ছা তুই এগো, আমরা যাচ্ছি।

বিনো। তবে শীঘ্র এস, বেলা হয়েছে (প্রস্থান)।

কুমু। আয় ভাই কমল, আমরা যাই আয়, ঐ ওঁরা বুঝি এদিকে আস্ছেন।

কম। কে?

কুমু। ঐ যে ওঁরা।

কম। হ্যাঁ, তবে যাই চল, আমায় ভাই আজ আবার নাইতে হবে।

কুমু। ভালইত আয়না।

(প্রস্থান)।

(অপরদিক হইতে তারানাথ ও বেচারামের প্রবেশ।)

বেচা। না, দিনু শীঘ্রই আরোগ্য লাভ কর্বে তার আর সন্দেহ নাই। সে যে কৃশ হয়ে গেছে, সেটা সুলক্ষণ বল্তে হবে।

তারা। হাঁ, কবিরাজ হরপ্রসাদ সেন ও তাই বল্ছিলেন। তিনি আরও ভরসা দিচ্ছেন।

বেচা। তিনি, আর কি বলেন?

তারা। তিনি বলেন, যে পাগল সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, হাসে, গান করে, লাফা লাফি করে, শাস্ত্র মত চিকিৎসা কর্লে সে আরাম হতে পারে।

বেচা। হাঁ তিনি যা বলেছেন, তা ঠিক কথা, এ প্রকার পাগল অনেককেই আরাম হতে দেখা গেছে।

তারা। দিনুরত সকলই সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তবে এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।

বেচা। কি ঔষধ দেওয়া হচ্ছে ?

তারা। শিবাঘৃত আর মধ্যমনারায়ণ তৈলের ব্যবস্থা করেছেন।

বেচা। উত্তম হয়েছে, কিন্তু দেখ, অধিক ঠাণ্ডা করা যেন না হয়, উন্মাদাবস্থায় জ্বর হওটা অত্যন্ত দূষ্য। তবে তারানাথ বাবু, এখন আসি।

তারা। ফটিক্‌কে কি এখন গ্রামে লয়ে যাবেন ?

বেচা। না, এখন তাকে কলিকাতার বাসায় রেখে, চিকিৎসা করাতে হবে।

তারা। তবে আপনিও এখন গ্রামে যাচ্ছেন না ?

বেচা। না, তাকে কলিকাতায় রেখে সব ঠিক ঠাক্ করে দে, আজই আমায় বাড়ী যেতে হবে। কেবল ভজা এখন তার কাছে থাক্‌বে।

নেপথ্যে। চাটুয্যা মশাই ! চাটুয্য মশাই !

বেচা। ঐ গাড়ি এসেছে, আমি তবে চল্লেম।

তারা। আজ্ঞা আসুন। নমস্কার।

বেচা। নমস্কার।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চমাঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশীপুর তারানাথের উদ্যান।

(কমলিনী কুমুদিনী এবং বিনোদিনীর প্রবেশ।)

কুমু। কৈলো বিনোদ, কোথা ?

বিনো। এসনা, ঐ যে কদম গাছের কাছে।

কুমু। তা বেস জায়গায় হয়েছে, পেছুতেই পগার আছে, ঐ আমাদের মালিনী নদী। ঘরটা কি দিয়ে করেছিস্, বল্ দেখি ?

বিনো। কেন, চারিদিকে চারটে নারিকেল পাতা পুতে, তেলাকুচা অপরাজিতা, ঝুম্কালতা দিয়ে ঘিরে দিয়েছি, বেস হয়েছে তুমি দেখ্বে এসনা।

কুমু। দাঁড়া গোটাকত ফুল তুলে নে যাই।

বিনো। কি ফুল তুল্বে ? এখন কি বা আছে ?

কুমু। বিনোদ! শোন্।

বিনো। কি ?

কুমু। এই সিউলি গাছটা একবার নাড়া দেনা ভাই!

বিনো। কেন ? এই যে অনেক ফুল পড়ে রয়েছে, কুড়ুই না কেন ?

কুমু। নালো, তুই নাড়া দেনা। আমি এই তলায় দাঁড়াই, মাথার উপর বেস ঝর্ ঝর্ করে, পুষ্প বৃষ্টি হবে এখন।

কম। আ মরি, বুড় খুকীর রকম দেখ, তোর কত সাধই যায়।

কুমু। তোর কিলা, আয় তবে আয় (কমলের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে গমন)

কম। আ মোলো? ছেড়ে দেনা, পড়ে মর্ ব যে,

কুমু। দিদি ঐ দেখেছ!

কম। কি?

কুমু। ঐ যে তোমার পর্ণকুটীর চিন্তে পারছনা? এযে সেই পঞ্চবটী বন।

কম। মরণ আরকি, লঙ্কাকাণ্ডের পর আবার সীতা-হরণ হবে নাকি?

কুমু। দেখেছ কেমন ঘরটী, এখন এই খানে একটু বস আমি চট্‌করে আস্‌ছি।

(কমলের দাড়ি ধরিয়া।)

যাদু মনি! সোণার হরিণ দেখে ভুলনারে আর,

সীতার আবদারে শুধু স্বর্ণ লঙ্কা ছার খার,

বুঝ্‌লে দিদি! গণ্ডীর ভিতর থেকে বেরিওনা, সা‍বধান,

(কুমুদিনীর প্রস্থান।)

বিনো। তুমি ভাই বোস, আমি ঐখান থেকে কতক গুলি ফুল কুড়িয়ে আনি, কাপড় রং করতে হবে। (কিয়দ্দূর যাইয়া বিনোদিনীর কুসুম সংগ্রহ করণ)

কমল। (স্বগত) দিনুর তরে আমার মন যেমন করে, আমার তরে, তার মন, বোধ হয়, কখনই তেমন করে না। না, না, দিনু আমায় ভাল বাসে—ভাল বাসে বৈকি, তবে, আমি তাকে যত ভাল বাসি, সে, পুরুষ হয়ে, তত ভাল বাস্‌তে আমায় কখনই পার্‌বেনা। কুমুদ বল্‌লে, দিনু পাগল হয়েছে, একথা কেন বল্‌লে? তামাসা কর্‌বার ত আরও অনেক কথা ছিল। না, বোধ হয় সে ঠাট্টা করে ও কথা বলেনি। হুঁ, আমার মন বলছে, দিনু যেন যথার্থই পাগল হয়েছে। সে কি আমার তরে ভেবে ভেবে পাগল হল, তাকি হবে? আর তাই যদি হয়ে থাকে তা ভেবে কি কর্‌ব, সেত আছে, তাকেত দেখ্‌তে পাব। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, এজম্মে তাকেবৈ আর কাকেও স্বামী বলে জান্‌বনা। পাগল হলেও সে আমার পতি আমি তার স্ত্রী। মনটা বড় আকুল হল, দূর হোক্‌গে, আর ওসব কথা তোলা পাড়া কর্‌ব না। এইখানে আঁচলটা পেতে একটু শুই (শয়ন।)

(উদ্যানের অপর এক দিকে কুমুদিনী এবং দিননাথের প্রবেশ।

দিন। প্রিয়ম্বদে! কর্ম্মটা ভাল করিনাই।

কুমু। মহারাজ! আপনি কি এমন দুষ্কর্ম্ম করেছেন?

দিন। বলি, শকুন্তলাকে তেমন করে তাড়িয়ে দেওয়াটা ভাল হয় নাই। আহা! প্রেয়সী আমায় কত বার বুঝাবার চেষ্টা করলেন, কত কথা বল্লেন, শেষে অধোবদনে অনাথিনী কাঙ্গালিনীর মত কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চলে গেলেন। তখন আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

কুমু। মহারাজ! অপনকার শকুন্তলাকে চান?

দিন। চাই চাই, কৈ প্রিয়া কোথা?

কুমু। ঐ নারিকেল কুঞ্জে অবস্থান কর্‌ছেন, আপনি আমার সঙ্গে অস্থন।

দিন। প্রিয়ম্বদে! এ পরিহাসের সময় নয়, আমার হৃদয় অত্যন্ত আকুল হয়েছে, আমি শুনেছি, প্রাণেশ্বরী সম্প্রতি হেমকূট গিরিতে কিন্নরাবাসে বাস করছেন। সেই স্থানেই আমায় একবার যেতে হবে আগে দেখা যাক, কোথা সে পর্ব্বত।

কুমু। আপনি এখান থেকে কেমন করে দেখ্‌বেন, মহারাজ?

দিন। ঐ একটা প্রকাণ্ড শাখা পল্লব সমাকীর্ণ, গগনস্পর্শী নিবিড় তিন্তিড়ী বৃক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছ?

কুমু। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ!

দিন। ঐ শাখীশিরে আরোহণ কর্‌লেই পৃথিবীর সমস্ত জনস্থান পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তে পার্‌ব।

কুমু। আচ্ছা শকুন্তলাকে যদি এই তপোবনেই পান, তা হলে আপনার এত প্রয়াস স্বীকারে প্রয়োজন কি?

দিন। প্রেয়সী কোথা আছেন?

কুমু। আসুন না, প্রিয়সখি ঐ নিকুঞ্জকাননে আপনার শুভাগমন প্রতীক্ষা করছেন।

দিন। কোথা সে কুঞ্জবন? ঐ যথা মৃগ শাবক সকল স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করছে?

কুমু। মহারাজ! আপনি কি আশ্রম প্রতিপালিতা সবৎসা গাভী গুলিকে হরিণশিশু বলে অনুমান করলেন।

দিন। তুমি স্ত্রীলোক জানবে কি? গো শব্দে নানা অর্থ হয়।

কুমু। বেস বেস! "গো শব্দে নানার্থ, অভিধানে দেখ ধনি"

দিন। অঁ্যা তুমি না ঋষি-কন্যা?

কুমু। কেন মহারাজ?

দিন। ছি, ছি, ছি, তুমি এমন জঘন্য গ্রন্থ পাঠ কর? যারা ঝুমুরে আমোদ করে, তারাই বিদ্যাসুন্দর পড়তে ভাল বাসে। তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, তোমার এমন কদর্য্য রুচি। এখন চল, শীঘ্র চল শকুন্তলার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিগে।

কম। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) হঁ্যা বিনোদ, এ গেল কোথা ভাই! অনেকক্ষণ গেছে যে।

বিনো। ঐ যে গো অস্‌ছে, পাগলকে সঙ্গে করে আন্‌ছে।

কম। অঁ্যা, যা ভয় করেছিলাম তাই হল নাকি? দেখি, ইস! চেনা যায় না যে, উঃ আর যে বুক বাঁধ্‌তে পারিনে, অ্যাঁ কি হল, আহা দিনু! দিনু। না আমি কাঁদব না, কখনই কাঁদব না। দিনু আমার স্বামী আমি কেঁদে তার অকল্যাণ করব কেন? আমি মাতার চুল মুড়িয়ে ফেলব, রূপে আমার কাজকি, ময়লা কাপড় পর্‌ব, পোরে দিনুর হাতধরে পথে পথে বাড়ী বাড়ী, ভিক্ষা করে বেড়াব, দিনুর সেবায় এদেহ পতন কর্‌ব, আর রাত্‌ দিন পরমেশ্বরের কাছে মনোদুঃখ জানাব, দেখ্‌ব এতেও দিনুকে আরাম কর্‌তে পারি কি না? সাবিত্রী সতীত্ব বলে মরা পতিকে বাঁচাতে পেরেছিল, আর আমি আমার পাগল স্বামীকে আরাম কর্‌তে পার্‌ব না। মা কালী কি দুঃখিনীর পানে মুখ তুলে চাইবেন না? সতীত্বের অসাধ্য কিছুই নাই, দৃঢ় ভক্তির অসাধ্য কিছুই নাই, এ আমার ধ্রুব জ্ঞান আছে।

(দিননাথ ও কুমুদিনীর প্রবেশ।)

কুমু। মহারাজ? ঐ দেখুন আপনার শকুন্তলা কুঞ্জবন আলো করে বসে আছেন।

দিন। (কমলিনীর নিকটে যাইয়া কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ নয়নে তদীয় বদন নিরীক্ষণ করতঃ) অঁ্যা, কমল যে, কমল! এ কোথা এসেছি, অঁ্যা?

কম। (অধোবদনে রোদন।)

দিন। অঁ্যা, কাঁদে কেন? কাঁদে কেন? আমার যে প্রাণ কেমন করে, আরে আমার প্রাণ যে কেমন করে রে!

কুমু। ছি! কিও কমল, করিস্ কি? নে চুপ্ কর্ আর কাঁদিস্ নি।

কম। কুমুদ! আমিকি সাধ করে কাঁদ্‌ছি? চেয়ে দেখ দেখি এক বার। ওমুখ দেখ্‌লে কার না কান্না পায়? (রোদন।)

দিন। হ্যঁা, কমল, কমলইত, অমন করে কাঁদে কেন? অঁ্যা?

কুমু। বিনোদ, তুই দিনুকে এখন এখান থেকে নেযা।

দিন। আমি যাবনারে—যাবনা।

বিনো। এস, এখন বাড়ী যাই এস।

দিন। না আমি যাব না, আমায় ছেড়ে দে।

কুমু। থাক্‌রে তবে থাক্, তুই কমলকে নিয়ে নাইতে যা, আমি ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘরে রেখে আস ছি (কমলের প্রতি) তুমি যদি ভাই এমন

কাণ্ড করবে জানতেম, তাহলে ওঁকে এখন এখানে আনতেম না, যা এখন নাইতে যা, আমি দিনুকে রেখে চট্‌করে আস্‌ছি!

কম। হ্যাঁ কুমুদ, দিনু কি আর আরাম হবে না?

কুমু। তুই আর খানিকটে অমনি করে কাঁদনা, তা হলেই ও এখনি আরাম হবে এখন। আহ্লাদি! যখন জান্‌তে পার্‌ছিস্‌ ও তোর তরেই ভেবে ভেবে পাগল হয়েছে, তখন তুই কোথা ওর সঙ্গে হেসে খেলে কথা কবি, না উল্‌টে প্যান প্যান করে কাঁদতে বস্‌লি, ও যদি আরাম না হয়, সে তোরই দোষ।

কম। আমি কি কর্‌ব বলনা? ধম্‌কাস্‌ কেন ভাই?

কুমু। তুই ওকে স্বহস্তে নাওয়াবি, খাওয়াবি, যত্ন কর্‌বি, ওঁর সঙ্গে ভাল করে কথা বার্ত্তা কবি, তাহলেই ও চট্‌করে আরাম হয়ে উঠ্‌বে।

কম। আমার যে ভাই লজ্জা করে!

কুমু। কেন? আমাদের এখানে তোর কে আছে, যে লজ্জা কর্‌বে? চল এখন চল, তুই ওঁকে তেল মাখিয়ে দিবি চল।

কম। না বন্, তা আমি পার্‌বনা।

কুমু। তা তোকে কর্‌তেই হবে, আয় উটে আয়।

দিন। আরে তুই ওকে অমন করে টানিস্‌ কেন?

বিনো। খুসি টাম্‌বে, তোমার কি ?

দিন। দেখ্ মুখ সাম্‌লে কথাক, কে তুই ?

কুমু। না, না দিনু, রাগ কোরনা, এখন শকুন্তলাকে নে ঘরে চল।

দিনু। হ্যাঁ চল। চল তবে চল।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চমাঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য।

জয়রামের অন্তঃপুরস্থ দালান।

(নেপথ্যে) গীত।

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়াঠেকা

কেমনে নিবার নাথ, করিতে রোদন।
সহজে পরাণ কাঁদে, ঝরে দুনয়ন।
কণ্ঠের রতন হার,
ছিল কমল আমার,
ভুলিতে না পারি তার সে বিধুবদন।
যদি অন্যমনে থাকি,
মাগো, ওমা বলে ডাকি,
সে যেন, আমার প্রাণ করে উচাটন।

(নিমাই, জয়রাম, ও রোরুদ্যমানা হৈমবতীর প্রবেশ)

জয়। এমন করে দিবা রাত্রি কাঁদ্‌লে, দিবা রাত্রি

ভাব্‌লে, কি তাকে ভুল্‌তে পার্‌বে? অন্য বিষয়ে মন দাও। নিমাইকে সর্ব্বদা কাছে রেখে, আদর কর, যত্ন কর, তা হলেই শীঘ্র তারে ভুলে যেতে পার্‌বে। দেখে শুনে, ছেলেটা কদিনে কি হয়ে গেল, দেখ দেখি? নাও, ওকে কোলে নাও, চুপ্‌ কর।

হৈম। ওগো, প্রাণ থাক্‌তে তাকে আমি কেমন করে ভুল্‌ব গো, তার মধুমাখা "মা বলাটি" এখনও আমার কানে লেগে রয়েছে যে গো, ওমা কমল এস মা, একবার কোলে এস, একবার চাঁদ মুখে মা বলে ডাকসে, মা আমার গো!

জয়। আঃ কমল! কমল! আর যে প্রাণ ধর্‌তে পারি না মা!

নিমা। বাবা, বাবা, তোমায় কে ডাক্‌ছে।

নেপথ্যে। মুখুয্যা মহাশয়, বাটীতে আছেন?

জয়। আসুন মহাশয়, ভিতরে আসুন। যা নিমাই, ওর সঙ্গে এখন ঘরের ভিতর যা।

নিমা। আয় মা, আয়।

(হৈমবতী ও নিমাইয়ের প্রস্থান।)

(ও বেচারামের প্রবেশ।)

জয়। আসুন।

বেচা। নমস্কার।

জয়। নমস্কার, বসুন।

বেচা। আপনার নাকি সম্প্রতি অসুখ বোধ হয়েছিল, এখন কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়েছেন ত?

জয়। চাটুয্যা মহাশয়, এখন কেবল মৃত্যু হলেই সুস্থ হই, আপনাকে স্বরূপ কথা বল্‌ছি, আমার আর এক দণ্ডও বাঁচ্‌তে ইচ্ছা নাই।

বেচা। মহাশয়! আপনি জ্ঞানবান হয়ে এত অধীর হচ্ছেন কেন? নিরবচ্ছিন্ন সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করেছে, পৃথিবীতে এমন লোক কজন আছে? পিতা মাতা, বা পুত্র কন্যা বিয়োগ জনিত শোক পায় নাই, পৃথিবীতে এমন লোক কজন আছে? মনুষ্যের বিপদ সম্পদ, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, যে ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে সমর্থ হন, এ পরীক্ষার সংসারে তিনিই কেবল সুখী হতে পারেন, যে হেতু—

যা করেন জগদীশ জগৎ কারণ।
সকলই মানবের কল্যাণ কারণ।।

জয়। মহাশয়! সেটিকি আমার মত সাধারন লোকে পারে?

বেচা। আপনি একজন বিজ্ঞলোক, চেষ্টা কর্‌লে অবশ্যই তা পারেন।

জয়। আমার মত হতভাগ্য বোধ হয় পৃথিবীতে অতি অল্প লোক আছে।

বেচা। মহাশয় স্মরণ করে দেখুন দেখি, আমি আপনাকে কতবার ইঙ্গিত করেছিলাম, দিনুর সহিত যদি কুমুলের বিবাহ দিতেন, তা হলে এ দুর্ঘটনা কখনই ঘটত না।

জয়। চাটুয্যা মহাশয়, দিনুর মত সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি, এটি কি আমার ইচ্ছা ছিল না?

বেচা। তবে তা করেন নাই কেন?

জয়। সাহস হয় নাই, অপরিণামদর্শী বল্লালই যে আমাদের সর্ব্বনাশ করে রেখেছে।

বেচা। বল্লালের বুদ্ধিদোষে আমরা নির্ব্বোধ হই কেন?

জয়। বাঙ্গালির সাহস নাই, একতা নাই, ক্ষমতা নাই বলে।

বেচা। তবেই হল মহাশয়, আমরা যে দুঃখ পাই সে কেবল আমাদের নিজের দোষে, অভিমান, কুসংস্কার, পরস্পর-বিদ্বেষ-ভাবেই বাঙ্গালির সর্ব্বনাশ হয়েছে। যে জাতির আত্মনির্ভর বা আভ্যন্তরিক বল কিছু মাত্র নাই, সে জাতির সৌভাগ্যোদয় কখনই হবে না। যে দিন বাঙ্গালি, বৃথা কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কার্য্য করিতে শিখিবে, এবং সাধারণ সম্বন্ধে স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া, ঐক্য লাভ করিতে পারিবে, সেই দিন

জানিব যে আবার বঙ্গে সৌভাগ্য সূর্য্যের অভ্যুদয় হইবে।

জয়। মহাশয়, যথার্থ কথাই বলেছেন, সকলের ঐক্য হলে, কি না হয়, অনায়াসেই আমাদের দেশের কুরীতির সংশোধন হতে পারে। কৌলীন্যের সহিত আমাদিগের ধর্ম্মের কি সংশ্রব আছে, বলুন দেখি? বরং দেশাচার-বশবর্ত্তী হয়ে, সেই অভিমানের অনুরোধে, অনেক সময় আমাদিগকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য কর্‌তে হচ্ছে। মহাশয়, কেউ দেখে শিখে, আর কেউবা ঠেকে শিখে, আমি নির্ব্বোধ! তাই ঠেকে শিখ্‌লেম। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) আর নিতান্ত হতভাগ্য! যে আমার শিক্ষার কোন ফল হলনা। আঃ মা কমল! আর যে ধৈর্য্য ধর্‌তে পারি না মা! আমিই যে তোমায় হত্যা করেছি! আঃ আমি কি মানুষ না পিশাচ! হায়রে আমি, পিতা হয়ে সন্তান হত্যা করেছি! অভিমান মন্দিরে আমার সাধের কমল বলিদান দিয়েছি! আঃ মাগো! নিদারুণ কৌলীন্য-অনলে তোমায় জীবন্ত দগ্ধ করেছি? হায়রে! কি মহাপাতকই করেছি! এখন ও আমি জীবিত রয়েছি!!

বেচা। (স্বগত) আর কি, এখন আগুন ধরে উঠেছে, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। জগদীশ্বর করুন, দিনু-কমলের পরিণয়পথ পরিষ্কৃত হউক

(প্রকাশ্যে) মহাশয়, যা ফিরে পাবার নয়, তার তরে বিলাপ করা বৃথা, আপনি এখন বাহিরে চলুন, বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করুন; আসুন।

জয়। চলুন যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চমাঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য।

ফটিকচন্দ্রের গোলাবাড়ী।

(দিননাথ ও তারানাথের প্রবেশ।)

দিন। আমি এই বস্‌লেম, পাল্‌কী আন তবে যাব, তা না হলে, শর্ম্মা আর একটি পা নড়্‌ছেন না।

তারা। (স্বগত) পথে রৌদ্র লাগাতে, দেখ্‌তে পাচ্ছি আবার মাথা গরম হয়ে উঠেছে। (প্রকাশ্যে) কিছু খাবে, ডাব আনাব?

দিন। না, এখন খাব না। ওহে তারানাথ! শুন, তুমি আমার সঙ্গে এক বার চন্দ্রলোকে যেতে পার?

তারা। কেন বল দেখি?

দিন। সেখানে সোণা নাকি বড় সস্তা।

তারা। বটে; সেখানে বাণিজ্য করতে যাবে নাকি?

দিন। হ্যাঁ হে, সেইটেই মানস করেছি; আমাদের পৃথিবীতে যেমন সব পাতরের পর্ব্বত, শুনেছি—সেখানকার পাহাড়গুল নাকি সব সোণার। এখান থেকে আমরা কতকগুল চকমকির পাতর নে যাই চল, তাহলে, তার বদলে, সেখান থেকে আমরা রাশি রাশি সোণা আন্‌তে পার্‌ব।

তারা। পাতরের বদলে সোণা, এবড় মন্দ ব্যবসা নয়! কিন্তু বলি কি, চকমকির পাতরটা চন্দ্রলোকে কি এতই দুর্ম্মূল্য!

দিন। হ্যাঁ, সেখানে অগ্নির কিছু অসদ্ভাব আছে। সেখানকার রাজা সূর্য্যলোক হতে আগুন আনবার চেষ্টা করে ছিলেন, কিন্তু অনেকটা দূর বলে, বড় সুবিধা হয় নাই, তাই সম্প্রতি আমায় একখানি পত্র লিখেছেন, তুমি যেতে পার্‌বে ত?

তারা। হানি কি, তোমার বিবাহটা হলেই যাওয়া যাবে।

দিন। হ্যাঁ, সেই ভাল, ইত্যবসরে আমি একটা নূতন প্রকার ব্যোমযান প্রস্তুত করে রাখি। দাদা, স্থির-বায়ু ভেদ করে যেতে হবে, সামান্য কথাত নয়। হাঃ হাঃ হাঃ। এইবার ফরাসীদের দর্প চূর্ণ কর্‌ব, ভারতবর্ষের আর্য্যেরা, বিজ্ঞান শাস্ত্রের কতদূর উন্নতি করেছেন, তা একবার জগতে দেখান চাই। হাঃ হাঃ হাঃ।

তারা। দেখ্‌তে পাচ্ছি ভাই, তোমার বিবাহের আবার বা ব্যাঘাত ঘটে।

দিন। কেন, কেন, আবার কি হল বল?

তারা। তুমি এমন পাগ্‌লামি কর্‌লে কি মুখুয্যা মহাশয় তোমায় মেয়ে দেবেন!

দিন। কে বলে আমি পাগল! আমায় যে পাগল বলে সে নিজে পাগল।

তারা। যদি পাগল নও তবে পাগ্‌লামি কর কেন?

দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা! কাল বড় কদর্য্য পড়েছে, যার খোলা প্রাণ, যে মনের কথা প্রকাশ করে বলে, সেই এখন পাগল। দেখ তারানাথ!

তারা। কি?

দিন। একটি যন্ত্র আমায় তয়ের কর্‌তে হয়েছে। দূরবীক্ষণ আছে, অনুবীক্ষণ আছে, এখন একটি মনোবীক্ষণ প্রস্তুত না কর্‌লে আর চলে না। সভ্য-সমাজের বড়ই কষ্ট হয়েছে।

তারা। হ্যাঁ, তাহলে সমাজের একটি বিশেষ অভাব মোচন হয় বটে, তোমার মত উন্মাদের চিকিৎসার পক্ষে বড় সুবিধা হয়।

দিন। সেটি তোমার ভ্রম, আমাদের জন্য সে যন্ত্র বড় প্রয়োজনীয় হবে না, আমাদের মন ত

মুখে বিরাজমান, কেবল তোমাদের মত ভণ্ডরাজ দিগের চিত্ত পরীক্ষার নিমিত্ত মনোবীক্ষণের আবশ্যক হয়েছে, দাদা আর দুদিন থাম, তার পর তোমাদের এক বার দেখে নেব।

তারা। কি কর্‌বে বল।

দিন। প্রমাণ কর্‌ব, যে মানব মাত্রেই উন্মাদ, তবে, বিশেষ এই, অল্প লোক আমার মত সরল পাগল, আর অধিকাংশই তোমার মত বিট্‌কেল বদমায়েশ।

তারা। তা না হয় কোর, তার আর কি।

দিন। তামাসা নয় তারানাথ, আমি সত্য সত্যতাই কর্‌ব। আমার কথা যা কাজ ও তা, জানত! যন্ত্রটি প্রস্তুত হলে, তোমাদের হৃদয়ের আকৃতি দেখ্‌ব আর তার ছবি তুলে নেব, নিয়ে বিলাতী মেলায় পাঠিয়ে দেব।

তারা। তা দিও। ঐ যে চাটুয্যা মহাশয় যাচ্ছেন, ডাকা যাক্, চাটুয্যা মহাশয়! চাটুয্যা মহাশয়!

দিন। বেস হয়েছে, ঐ চাটুয্যা মহাশয় আস্‌ছেন। হাঁ উনি যদি আমায় পাগল বলেন, তবে আমি যথার্থই পাগল, আর তা যদি না বলেন, তা হলে তারানাথ! তোমায় আমি পাগল না করে ছাড়্‌ব না।

(বেচারামের প্রবেশ।)

তারা। কোথায় যাওয়া হয়েছিল ? মহাশয় !

বেচা। এই একবার মুখুয্যা মহাশয়ের কাছে গিয়েছিলেম, তোমরা কখন এলে ? এখানে বসে যে ?

তারা। আজ্ঞা এই আস্‌ছি। একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছে।

বেচা। কমলকে আনা হল বুঝি ? দুখানা পাল্‌কী যাচ্ছে দেখ্‌লাম।

তারা। আজ্ঞা হাঁ।

দিনু। আচ্ছা চাটুয্যা মহাশয়, আমায় আর পাগল বলে বোধ হয় ?

বেচা। কৈ না, এখন ত আর সে ভাব দেখ্‌ছি না।

দিন। শুন্‌লে তারানাথ, তুমি নিজে পাগল, তাই আমায় পাগল বল।

তারা। আমায় ভাই পাগল বলেও যদি তোমার ছিট্‌টুকু যায়, সেও আমার পরম লাভ।

বেচা। ভাল, দিননাথ ! তুমি এখন আপনা-আপনি কেমন বোধ করছ, বল দেখি ?

দিন। আমি ত বেস আছি, কোন কষ্ট নাই, তবে এক একবার প্রাণটা কেমন করে।

তারা। তাইত আমি বল্‌ছি ভাই, এখনও তোমার একটু কসুর আছে।

দিন। আছেত আছে, আমারই আছে, তোমার কিতা?

বেচা। নাহে তারানাথ, ওকে আর কিছু বোলনা, বকালে আরো বাতিক বৃদ্ধি হবে।

দিন। সাধে আমি বকি, আমায় বকায় কেন! তাইত আমি বকি।

বেচা। নানা দিনু, রাগ করা তোমার পক্ষে ভাল নয়, একটু ঠাণ্ডা হও।

দিন। আচ্ছা আমি এই বরফ্ হয়ে বসে রইলেম। কিন্তু আমায় গরম কর্‌লেই গলে যাব, তখন আমার মুখে বোল চালের তরঙ্গ চল্‌বে, সে বেগ সম্বরণ করা কিন্তু তারানাথের পক্ষে ভার হয়ে উঠবে, তা বলে রাখ্‌ছি। দাদা, তখন ভাগিরথী-স্রোতে ঐরাবত হাতীর মত কোথা ভেসে চলে যাবে, তখন তোমায় কেউ খুজেও পাবে না।

বেচা। কিও দিননাথ, তুমি কি একটু থেমে থাক্‌তে পার না, যেলা বক্‌ছ কেন? ওতে যে তোমার ব্যা-রাম বৃদ্ধি হবে!

দিন। হ্যাঁ ব্যারাম বৃদ্ধি হবে! কারকাছে শুনেছেন মহাশয়। বক্‌লেই আমি থাকি ভাল।

বেচা। না, না তুমি চুপ্ কর।

দিন। আপনি বল্‌ছেন, আপনার কথা অবশ্যই

মান্য করতে হবে। আচ্ছা আর একটি কথাও কব না, বাক্যাবসানে এই দাঁড়ি ফেল্লেম (ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলার্পণ)

বেচা। ওহে তারানাথ বাবু, যা বলে ছিলাম তা করা হয়েছে ত?

তারা। আজ্ঞা, সে নিমিত্ত আপনি চিন্তা কর্বেন না।

বেচা। না হে তারানাথ, চিন্তার বিষয় বই কি, অভিনয়টি স্বভাবানুযায়ী ফলোপধায়ক না হলে, কুশীলবদিগের কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র।

তারা। (ঈষদ্ধাস্য সহকারে) আজ্ঞা না, তা সব ঠিকই হবে।

বেচা। হাঁ, আমাদের নট নটী অভিনয় নিপুণ বটে। অবশ্যই আমাদের আশা চরিতার্থ হবে। এখন তোমরা আমার বাটীতে চল, সেই খানেই আহারাদি কর্বে। ওপাড়ায় তোমাদের এখন আর গিয়ে কাজ নাই।

তারা। আজ্ঞা হাঁ, আমিও তাই ভাবছিলেম, এখন দেখা দেওয়াটা হবে না।

বেচা। কমলকে এখন, তোমার শ্বশুর বাড়ীতেই নিয়ে গেলে ত?

তারা। আজ্ঞা সেখানে না নিয়ে গেলে, সব প্রকাশ হয়ে যাবে যে।

বেচা। উত্তম হয়েছে। এখন এস, আর এখানে থেকে আবশ্যক নাই।

তারা। তবে চলুন, এস দিনু।

দিন। হাঁ চল।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চমাঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য।

জয়রামের অন্তঃপুর, নিমাই ও হৈমবতীর প্রবেশ।

নিমা। দেখ্ মা, কুমুদ দিদী শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে, আমাদের বাড়ী বেড়াতে আস্‌ছে।

হৈম। আঃ মাগো! (রোদন।)

নিম। একথায় তুই কাঁদ্‌লি কেন মা!

হৈম। তুই বাছা এখন খেলা কর্‌গে যা।

নিমা। না, আমি এখন যাবনা, ঐ আস্‌ছে। ঐ যে ঝম্ ঝম্ করে শব্দ হচ্ছে, শুন্‌তে পাচ্ছিস্ নি?

(কুমুদিনী, বিনোদিনী এবং অবগুণ্ঠনাবৃতা কমলিনীর প্রবেশ।)

কুমু। জেঠাইমা প্রণাম হই।

হৈম। এস, মা এস, শীঘ্র একটি বেটা কোলে কর, পাকা মাথায় সিঁদুর পর, আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাক।

কুমু। বিনু, এই আমার জেঠাই মা, প্রণাম কর।

(বিনোদিনী ও কমলিনীর প্রণত হওন।)

হৈম। সবাই বেঁচে বর্ত্তে থাক মা, হাতের লোহা ক্ষয় হোক্। এদুটি তোর কেরে কুমুদ?

কুমু। এটি আমার্ ননদ, এর নাম বিনোদ। আর এটি আমার জা।

হৈম। তোর ননদটি ত দিব্য দেখ্‌তে। (কমলিনীর প্রতি) তোমার মুখ খানি দেখি মা!

কুমুদ। ও ভারি লাজুক, ও কি মুখ খুল্‌বে।

হৈম। থাক্, তবে থাক্, কেন গো মা, এত লজ্জা কেন?

কুমু। সত্যি বাবু, মেয়ে মানুষের লজ্জা থাকা ভাল বটে, কিন্তু অত জড়সড় ও আবার কিছু নয়।

হৈম। মা, কুমুদ! তোকে দেখ্‌লেই, আমার সে অভাগীকে মনে পড়ে। যেখানে কুমুদ, সেই খানেই যেন আমার কমল আছে।

কুমু। সে কথা আর তুল্‌ছ কেন জেঠাই মা! আমার ত একবার ভুলেও মনে হয়না, যে কমল নাই, বোধ হয় সে যেন সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কম। (কুমুদিনীর হস্ত টিপিয়া লঘুস্বরে) আহ্লাদি।

হৈম। মা তোরা দুটি যেন কায়া আর ছায়া ছিলি,

এক দণ্ডের তরে তোদের ছাড়াছাড়ি ছিল না। আঃ মাগো, মনে মনে কত সাধই করে ছিলাম, সুন্দর দেখে জামাই কর্‌ব, ঘটা করে বাছার বে দেব। আমার পোড়া কপালে তা কিছুই হলনা। আঃ বিলুবরণ না হতেই স্বর্ণ প্রতিমা আমার বিসর্জ্জন গেল। ওমা তোর কপালে এই ছিল, মা আমার গো (রোদন।)

কুমু। চুপ্ কর জেঠাই মা, চুপ্ কর, কাঁদ্‌লে কি আর তাকে পাবে? আহা! দিনুর সঙ্গে তার বে দিলে আর কোন জ্বালাই থাক্‌ত না বাবু, দিনুও পাগল হত না, সেও সুখে থাক্‌ত।

হৈম। কি বল্‌ব মা, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ, দিনু যে এমন কাজ কর্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না।

বিনো। (জনান্তিকে কমলিনীর প্রতি) বৌয়ের ভাই কিন্তু খুব বুদ্ধি, ক্রমে ক্রমে কেমন কথাটি পাড়্‌ছে দেখছ।

কুমু। হ্যাঁ, জেঠাই মা, সে থাক্‌লে, দিনুর সঙ্গে তার বে দিতে না? আচ্ছা, এখন যদি তাকে পাও?

হৈম। ওমা, এমন দিন কি হবে, আমার হারা নিধি আবার ফিরে পাব? ওমা কমল আয় মা, একবার তোর দুঃখিনী মায়ের দশা দেখে যা, আয় মা, একবার কোলে করি, মা আমার গো! (রোদন)।

কুমু। (কমলিনীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া) জেঠাই মা চুপকর, চেয়ে দেখ দেখি, কে এ।

হৈম। অঁ্যা কমল যে! ওমা কমল, একি মা, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি। (কমলিনীকে হৃদয়ে ধারণ)।

কম। (সরোদনে) আর কাঁদিস্‌নে মা চুপ্‌কর্‌, তোর দুটিপায়ে পড়ি।

হৈম। বাছা, তোমাকে যে আবার আমি কোলে করব, এমন আশা আমার ছিলনা (চিবুক চুম্বন করিয়া) আমিত আর কারও কথা শুন্‌বনা, দিনুর সঙ্গেই তোমার বে দিব।

(কমলিনীর সলজ্জভাবে অবস্থান)

হৈম। হঁ্যা কুমুদ, কমল আমার কোথা ছিল?

কুমু। সে জেঠাই মা অনেক কথা, ঐ জেঠা মশাই কার সঙ্গে কথা কৈতে কৈতে আস্‌ছেন, আমরা এখন ঘরের ভিতর যাই চল।

(সকলের প্রস্থান।)

(অপর দিগ দিয়া জয়রাম ও বেচারামের প্রবেশ।)

জয়। ফটিকের এই কাজ, তার কি ধর্ম্মভয় কিছু-মাত্র নাই?

বেচা। হঁ্যা, যার লোকলজ্জা নাই, তার আবার ধর্ম্মভয়, ওসব কথা যেতে দিন্‌, এখন মহাশয়ের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।

জয়। কি বলুন না।

বেচা। আপনি আমার কথা রাখ্‌বেন কি না, আগে বলুন্।

জয়। মহাশয় যা কর্‌তে বল্‌বেন, আমি তাতেই প্রস্তুত আছি, আপনি আমার যে কি পর্য্যন্ত উপকার করেছেন, তা বলে জানাবার নয়।

বেচা। মানুষের ক্ষমতায় কিছুই হতে পারেনা মহাশয়, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা জান্‌বেন। আপনার উপকার কর্‌ব আমার সাধ্য কি? কিন্তু মহাশয় মনে কর্‌লে আমায় চিরবাধিত কর্‌তে পারেন।

জয়। সে কি কথা মহাশয়, আমি যা কর্‌ব সে কেবল প্রত্যুপকার মাত্র। এখন আজ্ঞা করুন, আমায় কি কর্‌তে হবে।

বেচা। মহাশয়! আমায় নিতান্ত অপরাধী কর্‌ছেন। আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র, আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাইব মাত্র। ফটিকের সহস্র অপরাধ হয়েছে স্বীকার করি, কিন্তু অনুগ্রহ করে তাকে ক্ষমা কর্‌তে হবে, আমার অনুরোধটি আপনাকে রাখ্‌তেই হবে।

জয়। মহাশয় যা বল্‌বেন আমায় তাই কর্‌তে হবে। কিন্তু স্বরূপ কথা বল্‌তে কি, তাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে কেটে ফেল্লে—তাকে নির্ব্বংশ কর্‌লেও আমার

গায়ের জ্বালা যায় না। মানুষে যে এত দূর ধর্ম্ম-পথ-ভ্রষ্ট হতে পারে, আদৌ আমার এ প্রকার বিশ্বাস ছিলনা। উঃ একি মানুষের কাজ! আমাকেত চিরজীবনের জন্য মজিয়েছে, আর দিনু পাগল না হলে, তাকেও ত একেবারে সেরেছিল।

বেচা। মহাশয়, ওকথা আর আন্দোলন করছেন কেন, ধনমদে মত্ত হলে, মানুষের পাপপুণ্য, হিতাহিত বিবেচনা, কিছুই থাকেনা।

জয়। দুর্বৃর্ত্তেরা মরতে হবে, এটা কি একবার ভাবেনা। ফটিকের অপরাধ স্মরণ করলে, আমার হৃৎকম্প হয়। উঃ! কি কাণ্ডটাই করে তুলেছিল— একটা মড়ার মাথা এনে রেখে, পাঁটা কেটে রক্ত ছড়িয়ে, চিন্তেকে সাক্ষী সাজিয়ে কি হুলুস্থুল ব্যাপারই করে তুলেছিল।

(দিননাথ ও তারানাথের প্রবেশ।)

বেচা। এই যে এরাও এসে উপস্থিত হল।

জয়। এস বাপু, কখন আসা হল?

তারা। আজ্ঞা এই কতক্ষণ এসেছি।

জয়। (দিননাথের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) বাবা দিনু, আমি অকারণে তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমি তোমার নিকট সহস্র অপরাধে অপরাধী হয়ে আছি। বাবা, এখন তোমায় সুখী করতে পারলেই আমি সুখী

হই। কুলমান আমি আর কিছুই গ্রাহ্য করবনা। এখন কমলকে তোমার হস্তে সমর্পণ করতে পারলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করব।

বেচা। মহাশয় একবার বাহিরে চলুন, একটা কথা বলব।

জয়। চলুন।

(প্রস্থান)

(কমলিনী, কুমুদিনী ও বিনোদিনীর প্রবেশ।)

কুমু। তবে মহারাজ! ভাল আছেন ত?

দিন। যেমন দেখছ।

কুমু। মহারাজ! মাধব্য অন্তঃপুরে কেন?

তারা। কেন? তা মহারাজ বলবেন এখন, আগে তুমি বল দেখি, মহারাজের আমি কে?

দিন। কেন তুমি আমার সখা।

তারা। আচ্ছা ইনি তোমার কে?

দিন। উনি আমার প্রিয়ম্বদা সখি।

তারা। শুন্‌লে কুমুদ, আমি সখা তুমি সখী।
সখা-সখী, তবে তুমি আমার কে বল দেখি।

কুমু। আমি এই বিনোদের সতিন।

বিনো। যাও! কিও! (প্রস্থানোদ্যতা)

কুমু। যাস্ কোথা, এই খানে বস্ (কমলের প্রতি) এখন এস গো মৌনবতি! এই খানে বস দেখি, ইস্ লজ্জায় যে ঘাড় তুলতে পারেন না। তাইত!

কম। না ভাই, আমি যাই।

কুমু। যাবি কোথা বস্ (সকলের উপবেশন)——

(কমলের চিবুক ধরিয়া মস্তকোন্নত করিয়া)

মহারাজ! কে এ, চিন্তে পারেন?

কম। কিও, যা।

দিন। এই কি সে সীতাসতী? যাহার কারণ,
অদ্যাপি সাগর ধরে হৃদয়ে পাষাণ?
যাহার কারণ, মিলি বনের বানর——
বর্ব্বরকটক কিম্বা, আর্য্যসেনাসনে
হীরা চূড়া অলঙ্কৃত স্বর্ণ লঙ্কা নাশে?
এই কি সে অভাগিনী, জনক-নন্দিনী
জনম-দুঃখিনী, বিনি, অশোককাননে,
শোকে কাঁদাইলা সদা যক্ষ রক্ষ নরে?
এই কি রমণীরত্ন লাবণ্য-প্রদীপ,
যাঁহার রূপের উক্ত উজ্জ্বল শিখায়,
প্রবলপ্রতাপ, দোর্দণ্ড দশানন
সবংশে মরিল পুড়ি পতঙ্গের প্রায়?
যদি এ কনকলতা, সেই সীতা সতী,
তবে রে, রাবণে দোষে কি হেতু মানব?
নিষাদী নিষেধ সদা মানে কি বারণ
সরোবরে নিরখিলে কমল কানন?
শশধর মুখে হেন সুধার অধরে,

চুম্বন করিতে সাধ নাহয় কাহার?
কাহার অনিচ্ছা বল হইতে অমর?
সুধা পেলে কেনা খায়, নর কি অমর?

কুমু। কিন্তু এক কথা বলি শুন সাবধানে,
একের অমৃত যাহা, অন্যের গরল।
পরকালে আস্থাবান ধর্ম্মশীল যাঁরা,
বিচার করিয়া কাজ করেন তাঁহারা।

ছায়া। [illegible]পতি হতে চাও, [illegible] হও।
[illegible]
[illegible]

[illegible] বিপুল-বিক্রমী
পরশুরামের গর্ব্ব, খর্ব্ব কর গিয়া।
অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, ছত্র, সিংহাসন,
পার যদি, পরিহরি পিতার আদেশে,
যদিও অন্যায়, তবু প্রসন্নবদনে,
অবশ্য কর্ত্তব্য জানি, বনবাসে যাও—
মণি চাও তবে কেন ফণিরে ডরাও?

(হৈমবতীর প্রবেশ।)

হৈম। বাবা দিনু! বাপ্ আমার, কত যাতনাই তুমি পেয়েছ! বাপ্‌রে কমলকে আবার আমি পাব, তুমি আমার জামাই হবে, এ আশা আমার ছিলনা, বাছা, চিরদিনের সাধ আজ আমার পূর্ণ হল। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা বেঁচে বর্ত্তে সুখে থাক।

কুমু। হ্যাঁ জেঠাইমা, বে টা তবে কবে হবে গা।

হৈম। এই পূজাটা যাক্, আর দিনুও একটু ভাল করে আরাম হোক।

কুমু। কিন্তু জেঠাইমা, ঘটা করতে হবে বাবু, শাঁখে ফুঁ দিয়ে সার্‌লে্ চল্‌বেনা।

হৈম। ঘটা কর্‌ব বৈকি, আমার কমলের বে, আমার একটা মেয়ে, ঘটা কর্‌বনা ?

(নেপথ্যে) গীত।

রাগিণী সাহানা তাল যৎ।

গোলাব তুলিতে গেলে কাঁটা ফুটে গায়।
কষ্ট বিনা ইষ্ট নিধি পায় কে কোথায়।
সবে বল জয় জয়,
জয় জগদীশ জয়,
সুখিনী কুলীনকন্যা যাঁহার কৃপায়।

(যবনিকা পতন।)

সমাপ্ত